শিক্ষা **মন্ত্রণালয়ের** আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র: `নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন/ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	০৮	০৮	--	--	০৬	০৬	সর্বনিম্ন ১৫.৩৮% সর্বোচ্চ (১৫০%)	০৬	সর্বনিম্ন ২.০৬% সর্বোচ্চ (৩৫%)

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : প্রকল্পের ডিপিপির বছরভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়া , নতুন অংগ যুক্ত হওয়া ও পিডব্লিউডি রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেপ্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পের নামঃ "সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রযেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প।	
৩.১ বরিশাল জেলার আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস) ভবনটির বারান্দার জানালায় সানশেড না থাকায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করে চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ভবন নির্মাণের ডিজাইনে জানালায় সানশেড এর সংস্থান না থাকা ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন ছিল মর্মে বিবেচিত হয়;	৩.১ বরিশাল জেলার আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস) ভবনটির বারান্দায় সানশেড না থাকায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করে চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ভবন নির্মাণের ডিজাইনে জানালায় সানশেড এর সংস্থান না থাকা ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন মর্মে বিবেচিত হয়। ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জানালায় সানশেড নির্মাণের সংস্থান রেখে ডিজাইন প্রণয়ন করা ও তদনুসারে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৩.২ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় পশ্চিম গোয়ালিয়া পালং উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে, ইলেকট্রিক কাজের কিছু কিছু স্থানে সুইচ বোর্ড, লাইট ইত্যাদি ভাংগা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে;	৩.২ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় পশ্চিম গোয়ালিয়া পালং উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের সংস্থান, ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড, লাইট ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত এবং বিদ্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
৩.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় প্রকৌশলীর সংখ্যা অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হয়েছে;	৩.৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যপী পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৌশলী পদায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৩.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব লক্ষ্যণীয়।	৩.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে রাজস্বখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্মিত ভবনসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখতে ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে।

প্রকল্পের নাম: "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)"শীর্ষক প্রকল্প।	
বরিশাল জেলার এ আরএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচ্য প্রকল্পের প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের সিঁড়িতে ফাটল দেখা গেছে। ভবন নির্মাণে এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই এ ধরনের ফাটল কাম্য নয়।	বরিশাল জেলার এ আরএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচ্য প্রকল্পের প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের সিঁড়িতে ফাটল জরন্নরী ভিত্তিতে মেরামতের বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
??????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ?? মেঝের নেট ফিনিশিং ইতোমধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে।	জিনজিরা পীর মোহাম্মদ পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে মেঝের নেট ফিনিশিং ইতোমধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। এবিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
????????? ?? বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত ভবনের ২য় তলায় ১টি কক্ষ নির্মাণ করেছে। ভবনের ছাদের উপর বাড়তি রড অরক্ষিত (খোলা) অবস্থায় দেখা গেছে যা পরবর্তীতে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণে ঝুকিপূর্ণ হতে পারে।	ইস্পাহানী উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত ভবনের ২য় তলায় ১টি কক্ষ নির্মাণ করেছে। ভবনের ছাদের উপর বাড়তি রড অরক্ষিত (খোলা) অবস্থায় দেখা গেছে যা পরবর্তীতে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণে ঝুকিপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
সৈকত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।	সৈকত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আমেনা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া র বিষয়ে মন্ত্রণালয় সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;
আমেনা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।	সাহিত্যিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের মেঝ পার্শ্ববর্তী মাঠ হতে অনেক উচুঁতে থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
সাহিত্যিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের মেঝ পার্শ্ববর্তী মাঠ হতে অনেক উচুঁতে থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যপী পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৌশলী পদায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় প্রকৌশলীর সংখ্যা অপ্রতুলতা পরিলক্ষীত হয়েছে;	দেশব্যপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষাণের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
"শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)"	
প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার সমূহ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্যাকেটজাত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়েছে , পরিদর্শনকাল পর্যন্ত কম্পিউটারসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ল্যাবে স্থাপন করা হয়নি, যা কাম্য নয়;	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার সমূহ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ অনতিবিলম্বে ল্যাবে স্থাপন করতে হবে;
প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন ,২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা অনেক বিলম্বে (প্রায় ০১ বছর পরে) প্রেরণ করা হয়;	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;
আলোচ্য প্রকল্প টির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি মর্মে প্রকল্পের PCR পর্যবেক্ষণে দেখা যায়।	সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত Exteranal Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং অনুচ্ছেদ

	১৩.১ থেকে ১৩.৩ এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
"হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট থ্রু স্কাউটিং"	
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্মিত স্থাপনাদির কিছু কিছু স্থানে বিশেষ করে মৌচাকের অডিটরিয়াম ভবন ও সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ স্থান ভেঙ্গে পড়েছে এবং মূল ভবনের দেয়ালে ফাঁটল লক্ষ্য করা গেছে;	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাদির প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে মৌচাকের অডিটরিয়াম ভবন ও সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ স্থান এবং কেন্দ্রের মূল ভবনের দেয়ালে ফাটল মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
প্রকল্পের আওতায় পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রকল্পের কাজে কিছুটা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে;	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জনবল সংস্থান রেখে প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
নির্মিত ভবনসমূহে নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় স্কাউট সম্প্রসারণের নি মিত্ত প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তা , সীমানা প্রাচীর , আবাসন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংস্থান ইত্যাদি অপর্যাপ্ত রয়েছে মর্মে স্কাউট কর্তৃপক্ষ হতে জানা যায়;	নির্মিত ভবনসমূহে নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। তাছাড়া জাতীয় স্কাউট সম্প্রসারণের নিমি ত্ত প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তা , সীমানা প্রাচীর , আবাসন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংস্থান করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;
প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৬ মাস পরে যা কাম্য নয়; এবং	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;
প্রকল্পের External অডিট গত ০৫-১১-২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি;	প্রকল্পের External অডিট গত ০৫-১১-২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। অডিট প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে; এবং অনুচ্ছেদ ১ ৩.১ হতে ১ ৩.৫ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
"রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)"	
পিসিআর-এর পৃষ্ঠা নং-৫এ চুক্তিমূল্যের কলাম রয়েছে অথচ চুক্তিমূল্য দেখানো হয়নি। ডিপিপি'র সংস্থানের বাইরে অতিরিক্ত অর্থে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কিনা বিষয়টি স্পষ্ট নয়। প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনকালে চুক্তিমূল্যের বিষয়ে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি;	পিসিআর-এর পৃষ্ঠা ন-৫এ চুক্তিমূল্যের কলাম রয়েছে অথচ চুক্তিমূল্য দেখানো হয়নি। ডিপিপি'র সংস্থানের বাইরে অতিরিক্ত অর্থে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;
ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে;	প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে;	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন;

প্রকল্পের External অডিট গত ২২-০৯-২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি;	প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে।
প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৮ মাস পরে (মার্চ,২০১৫-এ), যা কাম্য নয়।	প্রকল্পের External অডিট গত ২২-০৯-২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। অডিট প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;
	ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;
“শেরে বাংলা নগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত)”	
প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু অবকাঠামো নির্মাণ কাজ যেমন- TSC ভবন, ফ্যাকাল্টি ভবন, মসজিদ/মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ আংশিক অসম্পূর্ণ রয়েছে, কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয়িত হয়েছে। নির্মাণের অসম্পূর্ণতার কারণে শিক্ষার্থী/শিক্ষক উভয়েই ভবনগুলোর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অপরদিকে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)–এ উল্লিখিত স্থাপনাগুলোর কাজ পূরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে ;	বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয়িত হওয়ার পরও TSC ভবন, মসজিদ/মন্দির ইত্যাদি ভবন নির্মাণ অসমাপ্ত থাকায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রম ঘটেছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে ;
প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ মাসে সমাপ্তির জন্য পূর্ব-নির্ধারিত ছিল কিন্তু প্রকল্পের আওতায় TSC ভবন নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ০৬.০৩.২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাস পূর্বে। এত দেরীতে কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এর ফলে TSC ভবনে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি যেমন-জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি ;	TSC ভবন নির্মাণের জন্য বিলম্বে দরপত্র আহবানের বিষয়টিও মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে ;
কৃষকরত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রী হলে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রীর কমনরুমের মেঝেতে আবাসনের ব্যবস্থা যথেষ্ট অমানবিক ও অস্বাস্থ্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে।	কৃষকরত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রী হলের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রীদের আবাসনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা আবশ্যক। এর জন্য হলের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপযোগী ব্যবস্থা যথাশীঘ্র গ্রহণ করা যেতে পারে ;
প্রকল্পের আওতায় সার্বিক নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়না মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রী হলটি রক্ষণাবেক্ষণে অযত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে যার ফলে ইতোমধ্যেই ভবনটি কিছুটা জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত হয়েছে;	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ; এবং
প্রকল্পটি চলাকালীন এবং সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পটির কোন অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি।	প্রকল্পের অডিট কাজ সম্পাদনের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অডিট সম্পন্ন করার পর অডিট প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

"যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন(১ম পর্যায়)"	
ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি যদিও ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলস্বরুপ প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করতে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ের বিলম্ব হয়েছে;	প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৫ম তলার দেয়ালে ছোট ছোট ফাটল দেখা গেছে যা প্রকল্প সমাপ্তির এক বছরের ব্যবধানে কাম্য নয়। প্রকল্পের আওতায় সার্বিক নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়না মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মসজিদ ও ছাত্র হলটিতে রক্ষণাবেক্ষণে অযত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে;	বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৫ম তলার দেয়ালে ছোট ছোট ফাটল অনতিবিলম্বে মেরামত এবং ছাত্র - ছাত্রী হলের ইউটিলিটি সুবিধা বৃদ্ধিসহ নিয়মিতভাবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সহ মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৯তলা ভিত থাকা সত্ত্বেও ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের এ চাপ সংকুলান সম্ভব হচ্ছেনা মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে;	বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ভিত ৯তলা রয়েছে মর্মে জানা গেছে । অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের চাপ মোকাবেলার জন্য নতুন বিভাগ খোলার পরিকল্পনাও বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে মর্মে জানা যায়। সে লক্ষ্যে ৯তলা ভিত বিশিষ্ট বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা যথাশীঘ্র গ্রহণ করা যেতে পারে;
প্রকল্পের External অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;	প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে।
	সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট এর প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং অনুচ্ছেদ ১৪.১ হতে ১৩.৫ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
"Identifying and Developing the Management techniques of suitable forest tree species of agro ecological zones using climate change scenarios for Bangladesh"	
আইলা ও সিডরের কারণে প্রকল্পের আওতায় গবেষণার কাজ পূর্ব নির্ধারিত সুন্দরবন অঞ্চল থেকে পরিবর্তন করে নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে সম্পন্ন করতে হয়েছে;	আইলা ও সিডরসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশের বনাঞ্চলকে রক্ষা করতে হলে বৃহৎ পরিসরে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
অত্র প্রকল্প হতে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয় মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে;	পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন বিভাগকে বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে;
গত ১৫-০৭-২০০৮ তারিখে প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন হয়েছে। অডিট কার্যক্রমে ২টি আপত্তি (প্লটার ও জিআইএস সফটওয়ার ক্রয় ও বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়পূর্বক পরবর্তী বছরগুলোতে ব্যয় সমন্বয়) কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে জানা যায়; এবং	প্রকল্পের External Audit কার্যক্রমে প্রক্রিয়াধীন ২টি আপত্তির দ্রুত সমাধান করতে হবে;

প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর,২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০১ বছর ০১ মাস পরে (জানুয়ারী,২০১৫-এ)।	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও নির্মিত দু 'টি গবেষণাগার (ল্যাব) যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের স্বার্থে বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ জনবলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করতে হবে;
	ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে; এবং ১৪.১ হতে ১৪.৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে ০১ মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

"সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রযেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল **মোট** টাকা বৈঃমুঃ **প্রঃসাঃ** আরপিএ	সর্বশেষ সংশোধিত **মোট** টাকা বৈঃমুঃ **প্রঃসাঃ** আরপিএ		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৯৩৩৩.১০ ১৯৮৩৩.১০ ৪৬৯০.০০ ৫৯৫০০.০০ ৫৪৮১০.০০	৭৯৩৩৩.১০ ১৯৮৩৩.১০ ৩৯৬৫.৯৯ ৫৯৫০০.০০ ৫৫৫৩৪.০১	৭৫৩১৪.০৮ ১৯৮১৯.৯৪ ৫৫৪৯৪.১৪ (৪৯৭৩৭.০৯)	জানুয়ারী,২০০৭ হতে জুন,২০১৩	জানুয়ারী,২০০৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৩	জানুয়ারী,২০০৭ হতে জুন,২০১৪	--	-- (১৫.৩৮%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	অফিসারদের বেতন	জন	৬৭৮৪.৬৩	৭৪৪ জন	৭১২৮.৯১	৭৪৪ জন
০২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	৫৭৪.৫০	১১৬ জন	৫৭৩.৪২	১১৬ জন
০৩.	ভাতাদি	জন	৪৯৫৩.০০	৮৬০ জন	৪৯৫২.৮১	৮৬০ জন
০৪.	স্টাডিস কাম্পেইন, ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৫১২.৪০	১০ টি	২৭১.৬২	১০ টি

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৫.	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ	সংখ্যা	৯৩৭.৩৭	১৭৬৪৯৪টি	৯৩৫.৬০	১৭৬৪৯৪টি
০৬.	প্রশিক্ষণ/স্টাফ ডেভেলপমেন্ট	জন	১৪১৯০.৫১	স্থানীয়-৬৬৭২৩০ জন বৈদেশিক- ১৪৯জন	১১১৭৪.৫৯	স্থানীয়-৫৩৬২২৬ জন বৈদেশিক- ১৪৯জন
০৭.	কন্সালটেন্সি	জনমাস	২০২৬.২০	৩০৪ জনমাস	২৩১৭.০৫	৩০৪ জনমাস
০৮.	অন্যান্য (টেলিফোন, ফ্যাক্স, অফিস স্টেশনারিজ ইত্যাদি)	থোক	৫৩৫১.০০	থোক	৫৩৪৯.৭৬	থোক
০৯.	উপবৃত্তি	জন-বছর	২১০০০.০০	১১৩৫৩৬০ শিক্ষার্থী-বছর	২০৯৩৩.৪৬	১১৯২৭৮২ শিক্ষার্থী-বছর
১০.	ব্লক এলোকেশন (মুল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে)	এলএস	৩৪০.০০	এলএস	--	--
১১.	যানবাহন	সংখ্যা	৩৪৩.০৫	৩৮৫ টি (জীপ-২টি, মাইক্রোবাস-১টি, মোটর বাইক-৩৮২টি)	৩৩৩.৪৩	৩৭৫ টি (জীপ-২টি, মাইক্রোবাস-১টি, মোটর বাইক-৩৭২টি)
১২.	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	১৪৬১.৯৯	৩৮৮৮টি (ডেস্কটপ কম্পি-১৬২৪ ও অন্যান্য- ২২৬৪)	১২২৮.৮৯	৩৫৬৩ টি (ডেস্কটপ কম্পি-১৪২৬ ও অন্যান্য- ২১৩৭)
১৩.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩১৫.১৪	২৮৬টি	২৯৬.১১	২৮৪টি
১৪.	পূর্ত কাজ	সংখ্যা	১৮৫৫০.৪১	৫৩০টি	১৭৮০৫.৯৭	৪৯৮টি
১৫.	(অন্যান্য)ইন্টারেস্ট ডিউরিং কনস্ট্রাকশন	থোক	১৯৯২.৯০	এলএস	১৯৯২.৯০	এলএস
	মোট=		**৭৯৩৩৩.১০**		৭৫২৯৪.৫২ (৯৫%)	

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৭৯৩৩৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী,২০ ০৭ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৭৫২৯৪.৫২ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৫% এবং অবমুক্তের ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৭। প্রকল্পের সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। পটভূমিঃ শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এডিবির সহায়তায় ১০ বছর মেয়াদি Secondary Education Sector Development Project (SESDP) এর আওতায় প্রথম পর্যায় হিসাবে ''সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট'' প্রকল্পটি ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূ চির আওতায় ২য় পর্যায়ে থেকে মাঠ পর্যায়ের জোনাল ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের কর্মপরিধি বৃদ্ধিকরণ এবং সম্প্রসারণ করাসহ থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক সেকেন্ডারী এডুকেশন সুপারভিশন কার্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণ এবং পাশাপাশি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর যুগপোযোগীকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূ চি সম্প্রসারণ, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার/উন্নয়ন, মাধ্যমিক স্তরের জন্য পাঠ্যবই প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থার সংশোধন, মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্য ন্ত সঠিক এবং নির্ভুল তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে ইএমআইএস প্রতিষ্ঠাকরণ, মাউশি অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখাকে সমৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে Policy Support and Planning Unit ও Project Management Unit হিসেবে

রূপান্তর/প্রতিষ্ঠাকরণ, অনগ্রসর এ লাকায় নতুন বিদ্যালয়/নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণে সহায়তা করা, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপ-বৃত্তি কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ এবং সর্বোপরি মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের অবনতিশীল শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কর্মমূখী করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করে এ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ;

(খ) কারিকুলাম, ছাত্র মূল্যায়ন ও বিদ্যালয়ের কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন; এবং

(গ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান, শিক্ষাদান ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে লভ্য সুফলগুলো হল- (ক) মাধ্যমিক শিক্ষার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা শক্তিশালীকরণ, (খ) শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং (গ) শিক্ষার সুযোগে সাম্য আনয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষা সুলভ করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ আলোচ্য** প্রকল্পটি মোট ৭৯৩৩৩.১০ (জিওবি-১৯৮৩৩.১০ ও প্রকল্প সাহায্য-৫৯৫০০.০০ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৭ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০২-০৯-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। কিন্তু শিক্ষা খাতে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিইসি সভা র মাধ্যমে প্রকল্পটি ১ম বারের মতো সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ০২ দফায় ০৬ মাস করে মোট ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন,২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পটির মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটি মূলত মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করে এক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিকুলাম, ছাত্র মূল্যায়ন ও বিদ্যালয়ের কার্যকরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান, শিক্ষাদান ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রমগুলো হলঃ (ক) জনবলের বেতন-ভাতা (৮৬০ জন), (খ) গবেষণা ও সমীক্ষা (১৭টি), (গ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ম্যাটেরিয়ালস (১৬০৭৩৪), (ঘ) প্রশিক্ষণ : স্থানীয় (৬১২১৮০), বৈদেশিক (১২৫), (ঙ) পরামর্শক (৩২৪ জনমাস), (চ) স্টাইপেন্ড (১১০২১২৫ শিক্ষার্থী/বৎসর), (ছ) ভৌত নির্মাণ (৬৫০টি) ও অন্যান্য।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব এম. আফজালুর রহমান যুগ্ম-সচিব	০৬-১২-২০০৬	২০-০২-২০০৮	পূর্নকালীন
২।	জনাব এম.এ.এন. সিদ্দিক যুগ্ম-সচিব	০৪-০৩-২০০৮	১১-০৯-২০০৮	পূর্নকালীন
৩।	জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান সহযোগী অধ্যাপক	১১-০৯-২০০৮	৩১-০১-২০০৯	খন্ডকালীন
৪।	জনাব রতন কুমার রায় যুগ্ম-সচিব	০১-০২-২০০৯	৩০-০৬-২০১৪	পূর্নকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ১০-১২-২০১৫ তারিখে, সিলেট জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ০২-০১-২০১৬ তারিখে, কক্সবাজার জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ১ ৪-০১-২০১৬ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের গৃহীত কার্যক্রম শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির আওতায় পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) **বরিশাল আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস):** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বরিশাল আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস) ভবনের ৩য় তলা এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে ভবনটির বারান্দায় সানশেড না থাকায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করে। এতে চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বারান্দায় সানশেড নির্মাণ প্রকল্পের ডিজাইন-এ ধরা ছিলনা মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান। ভবন নির্মাণের ডিজাইনে জানালায় সানশেড এর সংস্থান না থাকা ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন মর্মে বিবেচিত হয়।



চিত্রঃ নির্মিত বরিশাল আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস)।

(২) **কাউনিয়া বালিকা আলীম মডেল মাদ্রাসাঃ** এ প্রতিষ্ঠানটি বরিশাল সদরে অবস্থিত এবং ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রী সংখ্যা ৪৩১ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২১ জন। ভবনটি ৩ তলা ভিতের উপর ৩ তলা নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান মোটামুটি সন্তোষজনক। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।



চিত্রঃ নির্মিত কাউনিয়া বালিকা আলীম মডেল মাদ্রাসা।

(৩) কুতু বপুর এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় (গৌরনদী): এ প্রতিষ্ঠানটি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় অবস্থিত এবং ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ৮ জন। ভবনটি ৩ তলা ভিতের উপর ২তলা নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।



চিত্রঃ নির্মিত কুতুপপুর এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় (গৌরনদী)।

(৪) সিলেট আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (৪র্থ তলা নির্মিত): আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সিলেট আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস) ভবনের ৪র্থ তলা এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান মোটামুটি সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



চিত্রঃ নির্মিত সিলেট আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস।

(৫) বাগবাড়ী এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানী বাজার, সিলেটঃ এ প্রতিষ্ঠানটি সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার উপজেলায় অবস্থিত এবং ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। ভবনটি ৫তলা ভিতের উপর ৩ তলা নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক।

(৬) পশ্চিম গোয়ালিয়া পালং উচ্চ বিদ্যালয়, রামু, কক্সবাজারঃ এ প্রতিষ্ঠানটি কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় অবস্থিত এবং ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ৮ জন। ভবনটি ৬তলা ভিতের উপর ৩ তলা নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিদ্যালয়টি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় নীচ তলা ফাঁকা রেখে সাইক্লোন সেল্টার কাম স্কুল ভবন র্নিমাণ করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি মোট ২ একর জমির উপর অবস্থিত। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। বিদ্যালয় ভবনে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে, ইলেকট্রিক কাজের কিছু কিছু স্থানে সুইচ বোর্ড, লাইট ইত্যাদি ভাংগা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।



চিত্রঃ নির্মিত পশ্চিম গোয়ালিয়া পালং উচ্চ বিদ্যালয়, রামু, কক্সবাজার।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭৯৩৩৩.১০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৭৯৩৩৩.১০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৬-০৭	১৩২৮.০০	৩৭৬.০০	৯৫২.০০	১.৬৭%	১৩২৮.০০	৩৭৬.০০	৯৫২.০০	১.৬৭%
২০০৭-০৮	৪৫৬১.৯২	১১৪০.৪৮	৩৪২১.৪৪	৫.৭৫%	৫০০০.০০	১২৫০.০০	৩৭৫০.০০	৬.৩০%
২০০৮-০৯	১০৯৯৯.৯৯	২৬১৯.৩৬	৮৩৮০.৬৩	১৩.৮৭%	১১০০০.০০	২৩৫০.০০	৮৬৫০.০০	১৩.৮৭%
২০০৯-১০	২৭৮৯২.৭০	৩৫৫০.০০	২৪৩৪২.৭০	৩৫.১৬%	১১২০০.০০	২৪৫০.০০	৮৭৫০.০০	১৪.১২%
২০১০-১১	১২৯০০.৩৫	৪০৪৯.০৯	৮৮৫১.২৬	১৬.২৬%	১২০০০.০০	২৭৫০.০০	৯২৫০.০০	১৫.১৩%
২০১১-১২	১১০১৭.৪৭	৪০৪৯.০৯	৬৯৬৮.৩৮	১৩.৮৯%	১২৭৫০.০০	২৮৫০.০০	৯৯০০.০০	১৬.০৭%
২০১২-১৩	১০৬৩২.৬৭	৪০৪৯.০৮	৬৫৮৩.৫৯	১৩.৪০%	১২৫৭১.২৫	২৫২৮.৬০	১০০৪২.৬৫	১৫.৮৪%
২০১৩-১৪	--	--	--	--	১৩৪৮৩.৮৫	৫২৭৮.৫০	৮২০৫.৩৫	১৭%
মোট	৭৯৩৩৩.১০	১৯৮৩৩.১০	৫৯৫০০.০০	১০০%	৭৯৩৩৩.১০	১৯৮৩৩.১০	৫৯৫০০.০০	১০০%

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ অফিসারদের বেতনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে অফিসারদের বেতন খাতে ৬৭৮৪.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭১২৮.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। আন্তখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যয় মিটানো হয়েছে।

৮.২.২ কর্মচারীদের বেতনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কর্মচারীদের বেতন খাতে ৫৭৪.৫০লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৭৩.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩ ভাতাদিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ভাতাদি খাতে ৪৯৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৯৫২.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪ স্টাডিস কাম্পেইন, ওয়ার্কশপঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে স্টাডিস কাম্পেইন, ওয়ার্কশপ খাতে ৫১২.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৭১.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৫৩.০১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ খাতে ৯৩৭.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৩৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮১% এবং বাস্তবে ১৭৬৪৯৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণের স্থলে ১৭৬৪৯৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬ প্রশিক্ষণ/স্টাফ ডেভেলপমেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ/স্টাফ ডেভেলপমেন্ট খাতে ১৪১৯০.৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১১৭৪.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি

৭৮.৭৫% এবং বাস্তবে ৬৬৭২৩০ জন স্থানীয় প্রশিক্ষণের বিপরীতে ৫৩৬২২৬ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.২.৭ কন্সালটেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কন্সালটেন্সি খাতে ২০২৬.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৩১৭.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১১৪% ও বাস্তবে ৩০৪ জন মাসের স্থলে ৩০৪ জন মাস কন্সালটেন্সি সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৮ অন্যান্য (টেলিফোন, ফ্যাক্স, অফিস স্টেশনারিজ ইত্যাদি): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে অন্যান্য খাতে ৫৩৫১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৩৪৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯ উপবৃত্তিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে উপবৃত্তি খাতে ২১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০৯৩৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৮% এবং বাস্তবে ১১৩৫৩৬০ শিক্ষার্থীকে বছরে উপবৃত্তির বিপরীতে ১১৯২৭৮২জনকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৮.২.১০ যানবাহনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে যানবাহন খাতে ৩৪৩.০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৩৩.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭% এবং বাস্তবে ৩৮৫টি (জীপ-২টি, মাইক্রোবাস-১টি, মোটর বাইক ৩৮২টি) যানবাহনের বিপরীতে ৩৭৫টি (জীপ-২টি, মাইক্রোবাস-১টি, মোটর বাইক ৩৭২টি) যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।

৮.২.১১ কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম খাতে ১৪৬১.৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২২৮.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ অগ্রগতি ৮৪.০৬% এবং বাস্তবে ৩৮৮৮টি (ডেস্কটপ-১৬২৪টি, ও অন্যান্য ২২৬৪টি) কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম-এর বিপরীতে ৩৫৬৩টি (ডেস্কটপ-১৪২৬টি, ও অন্যান্য ২১৩৭টি) ক্রয় করা হয়েছে।

৮.২.১৩ আসবাবপত্রঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে আসবাবপত্র খাতে ৩১৫.১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৯৬.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৯৬% এবং বাস্তবে ২৮৬টির বিপরীতে ২৮৪টি আসবাবপত্র ক্রয় করা

৮.২.১৪ পূর্ত কাজঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে পূর্ত কাজ খাতে ১৮৫৫০.৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৭৮০৫.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯৬% এবং বাস্তবে ৫৩০টি স্কুল ভবন নির্মাণের বিপরীতে ৪৯৮টি স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.২.১৫ ইন্টারেস্ট ডিউরিং কনস্ট্রাকশন: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ইন্টারেস্ট ডিউরিং কনস্ট্রাকশন খাতে ১৯৯২.৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৯২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করে এ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ;	(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করে এ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
(খ) কারিকুলাম, ছাত্র মূল্যায়ন ও বিদ্যালয়ের কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন; এবং	(খ) কারিকুলাম, ছাত্র মূল্যায়ন ও বিদ্যালয়ের কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে; এবং
(গ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান, শিক্ষাদান ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।	(গ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান, শিক্ষাদান ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১১। প্রকল্পের প্রভাবঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নরুপ ফলাফল অর্জিত হয়েছে : গরীব ও মেয়ে শিক্ষাথী ভর্তি ও উপস্থিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে। বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে; মেয়ে শিক্ষাথী/ দরিদ্র শিক্ষাথী এবং তাঁদের অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষার সুফলতা বিষয়ে সচেতন হয়েছে : মেয়ে শিক্ষার্থী/ দরিদ্র শিক্ষাথীদের চাকুরী গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং নারী ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে ।সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ ফলাফলগুলিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ; মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে প্রশাসনিক দক্ষতা, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে;শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এবং বিদ্যালয়টি উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে; অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং গরীব শিক্ষাথীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তরণ সম্ভবপর হয়েছে।

১১। **সমস্যাঃ**

১১.১	বরিশাল জেলার আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস) ভবনটির বারান্দার জানালায় সানশেড না থাকায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করে চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ভবন নির্মাণের ডিজাইনে জানালায় সানশেড এর সংস্থান না থাকা ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন ছিল মর্মে বিবেচিত হয়;
১১.২	কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় পশ্চিম গোয়ালিয়া পালং উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে, ইলেকট্রিক কাজের কিছু কিছু স্থানে সুইচ বোর্ড, লাইট ইত্যাদি ভাংগা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে;
১১.৩	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় প্রকৌশলীর সংখ্যা অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হয়েছে;
১১.৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব লক্ষ্যণীয়।

১২। সুপারিশঃ

১২.১	বরিশাল জেলার আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (ডিডি অফিস) ভবনটির বারান্দায় সানশেড না থাকায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করে চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ভবন নির্মাণের ডিজাইনে জানালায় সানশেড এর সংস্থান না থাকা ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন মর্মে বিবেচিত হয়। ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জানালায় সানশেড নির্মাণের সংস্থান রেখে ডিজাইন প্রণয়ন করা ও তদনুসারে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
১২.২	কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় পশ্চিম গোয়ালিয়া পালং উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের সংস্থান, ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড, লাইট ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত এবং বিদ্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
১২.৩	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যপী পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৌশলী পদায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
১২.৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে রাজস্বখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্মিত ভবনসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখতে ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে।

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল **মোট** টাকা **প্রঃসাঃ**	সর্বশেষ সংশোধিত **মোট** টাকা **প্রঃসাঃ**		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৩০৬৩.৩০ ৬৩০৬৩.৩০ --	৮৯৫৩২.০০ ৮৯৫৩২.০০ --	৮৪৯৩০.৬৪	জানুয়ারী,২০০৬ হতে জুন,২০১০	জানুয়ারী,২০০৬ হতে জুন,২০১৪	জানুয়ারী,২০০৬ হতে জুন,২০১৪	২১৮৬৭.৩৪ (৩৫%)	৪ বছর ৮৮.৮৯%

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২১৩৪ টি	৮৩৫১৭.৯১	২১৩৪ টি	৭৯০৮২.৪৫ (৯৫%)	২১৩১ টি ৯৯.৮৬%
০২.	বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র	২১৩৪ টি	৫৮৫০.০০	২১৩৪ টি	৫৬৮৯.৬৮ (৯৭.২৬%)	২১৩২ টি (৯৯.৯১%)
০৩.	কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	০.৯২ (৯২%)	১টি (১০০%)
০৪.	মোটর সাইকেল	৫০টি	৬৫.০০	৫০টি	৬০.৪৯ (৯৩.০৬%)	৫০টি (১০০%)
০৫.	ফটোকপিয়ার মেশিন	১টি	২.২৫	১টি	১.৯৮ (৮৮%)	১টি (১০০%)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৬.	এয়ার কন্ডিশন	১টি	০.৫০	১টি	০.৫০ (১০০%)	১টি (১০০%)
০৭.	কন্টিনজেন্সি	থোক	৯৫.৩৪	থোক	৯৪.৬২ (৯৯.২৫%)	থোক (৯৯.২৫%)
	মোট =		৮৯৫৩২.০০		৮৪৯৩০.৬৪ (৯৪.৮৬%)	

আলোচ্য প্রকল্পটি ৮৯৫৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৬ হতে জুন, ২০১ ৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৮৪৯৬৯.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ৮৪৯৩০.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৮৬% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। অব্যয়িত ৩৮.৮৬ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে সমর্পন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। পটভূমিঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত ১২ বছরে বিভি ন্ন উন্নয়ন কর্মসূ চি গ্রহণের মাধ্যমে ১৬৫৬২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯৯৭৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তারপরও প্রায় ৬৫৮৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাঁচা বা সেমি পাকা রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষার অনুপযোগী পরিবেশে অধ্যয়ন করছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা সেক্টরের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে নির্বাচিত ২১৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩টি শ্রেণী কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ /সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা;

(খ) নির্বাচিত ২১৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ (তিন)টি শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং

(গ) নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি গত ০৪-০৪-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মোট ৬৩০৬৩.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে জুন,২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। গত ০২-১১-২০০৬ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারী হয়। কিন্তু ২৩-০৯-২০০৭ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত রাখার আদেশ জারী করা হয়। ১৫-০৪-২০০৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশে ১১১৬টি বিদ্যালয়ের দরপত্র আহবানের নির্দেশ প্রদান করে এবং অবশিষ্ট ৮৮৪টি বিদ্যালয় যাচাই বাছাই পূর্বক পরিবর্তন করে নতুন বিদ্যালয় নির্বাচন করে। ফলে সিডিউল অব রেইট বৃদ্ধিসহ নতুন নির্বাচিত বিদ্যালয় অ ন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ১৫-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সংশোধিত প্রকল্পটি মোট ৮৯৫৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৬ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলে ২৯-০১-২০০৯ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করে। এরপরও প্রকল্পের অব্যয়িত/ সাশ্রয়কৃত অর্থে নতুনভাবে আরো ১৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ এবং বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন এবং কয়েকটি বিদ্যালয়ে ডিজাইন পরিবর্তন করা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে দ্বিতীয় বারের

মত সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৫-০৯-২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি মোট ৮৯৫৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৬ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪-০২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হলে ২৫-০৭-২০১১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করে। সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন/২০১২ হতে ১ বছর করে ২ (দুই) বারে ০২ বছর অর্থাৎ জুন/২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পটির মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটি মূলত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ তলা ভিতসহ নতুন একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং যে সমস্ত বিদ্যালয়ের বিদ্যমান একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে সেগুলো সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। একাডেমিক ভবনটিতে একটি সিঁড়ি ও একটি টয়লেট কক্ষ এবং ৩টি শ্রেণী কক্ষ রয়েছে। এছাড়াও উক্ত একাডেমিক ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪৮ জোড়া বেঞ্চ এবং ৩টি করে চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব এম. আব্দুল কাদের প্রধান প্রকৌশলী	০১-০১-২০০৬	১১-০২-২০০৭	খন্ডকালীন
২।	জনাব এ.কে.এম শাহজাহান পাটোয়ারী প্রধান প্রকৌশলী	১৫-০৪-২০০৭	০৬-০৭-২০০৯	খন্ডকালীন
৩।	জনাব মোঃ মিজানুল করিম প্রধান প্রকৌশলী	০৫-০৮-২০০৯	২২-০৮-২০১১	খন্ডকালীন
৪।	জনাব আব্দুল্লাহিল আজাদ	১৩-১০-২০১১	১৭-০৬-২০১৪	খন্ডকালীন
৫।	জনাব এ.কে.এম মুজিবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী	১৮-০৬-২০১৪	৩০-০৬-২০১৪	খন্ডকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ১০-০৯-২০১৫ তারিখে, বরিশাল জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ১ ০-১২-২০১৫ তারিখে , সিলেট জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ০২-০১-২০১৬ তারিখে , ঢাকাস্থ কেরানীগঞ্জের গৃহীত কার্যক্রম গত ০৯-০১-২০১৬ তারিখে, কক্সবাজার জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ১৪-০১-২০১৬ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের গৃহীত কার্যক্রম শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির আওতায় পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) আলেকান্দা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা ৪০১ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৩ জন। মোট ৫১.৪৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৫ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৫১.৪৫ লক্ষ টাকা। পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও স্যানিটেশনসহ নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক বলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।



চিত্রঃ নির্মিত আলেকান্দা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

(২) এ আরএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ঃ _বিদ্যালয়টি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা ১২০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২২ জন। মোট ৪২.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪২.০৩ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান মোটামুটি সন্তোষজনক। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(৩) ধামুরা বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উজিরপুর, বরিশালঃ বিদ্যালয়টি ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১১০৩ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৫ জন। মোট ৩৯.৪৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা ও ২য় তলার একাংশ) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৩৯.৪৮৪ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।



চিত্রঃ নির্মিত ধামুরা বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

(৪) শাহজালাল উপশহর হাইস্কুল, সিলেটঃ বিদ্যালয়টি ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১১০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৯ জন। মোট ৪৯.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪৯.৬৫ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(৫) আম্বরখানা গালর্স স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সিলেটঃ বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা ১২৬০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৫ জন। মোট ৫০.০৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৫ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০৩ তলা অত্র প্রকল্প হতে ১ম তলা এবং ২য় ও ৩য় তলা অন্য প্রকল্প হতে নির্মাণ করা হয়েছে) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪৯.৮৮৫ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(৬) রানাপিং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫৩৭ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৩ জন। মোট ৪২.২১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪১.৮৫ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ নির্মিত রানাপিং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।

(৭) ???? ????? ??????????? ???? ??????????: বিদ্যালয়টি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৩৩০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৮ জন। মোট ৪৩.৬২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪৩.০৫ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।



চিত্রঃ নির্মিত ???? ????? ??????????? ???? ?????????

(?) ???????? ??????? ???? ??,??????????? বিদ্যালয়টি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ৬৮ জন। মোট ৩৫.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৩৪.৯৫ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(?) ??????? ??? ???????? ????? ???? ??????? বিদ্যালয়টি ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা ২৫০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫০ জন। মোট ৪৪.৪১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪৪.০৮০ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক নয় মর্মে বিবেচিত হয়েছে। মেঝের নেট ফিনিশিং ইতোমধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(??) ????????? ???? ??? বিদ্যালয়টি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৭০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ৩৭ জন। মোট ৩৭.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা তবে জায়গার স্বল্পতার কারণে প্লীন্থ এরিয়া ঠিক রেখে ২য় তলায় ১টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৩৭.৫৮ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত ভবনের ২য় তলায় ১টি কক্ষ নির্মাণ করেছে। ভবনের ছাদের উপর বাড়তি রড অরক্ষিত (খোলা) অবস্থায় দেখা গেছে যা পরবর্তীতে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণে ঝুকিপূর্ণ হতে পারে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(১১) সৈকত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজারঃ বিদ্যালয়টি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা ৬৫০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৬ জন। মোট ৪৩.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪৩.৪৪ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। তবে ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(১২) আমেনা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা ৫০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৪ জন। মোট ৪০.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৪০.৪৬ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। তবে ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(১৩) সাহিত্যিকা উচ্চ বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১২০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৬ জন। মোট ৩৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ভবনটির (০৩ তলার ভিতের উপর নির্মিত ০১ তলা) নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৩৫.৯৯ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। ভবনের মেঝ পার্শ্ববর্তী মাঠ হতে অনেক উচুঁতে থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

(১৪) মোহাম্মদ আলী ইয়াকুব আলী স্কুল ও কলেজঃ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় অবস্থিত। এ বিদ্যালয়টি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৫ একর জমির উপর অবস্থিত। বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২৬৫ জন। বিদ্যালয়ের ভবন সংখ্যা ৪টি যার মোট শ্রেণীকক্ষ সংখ্যা ২০টি। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় একটি একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ৬টি শ্রেণীকক্ষ, ১টি টয়লেট ব্লক ও ১টি সিড়িঘর নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের আয়তন ৬.৮৬ X ৬.৬০ বর্গমিটার।

সমস্যা :

১) নির্মিত ভবনটি নতুন হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই ভবনের বিভিন্ন স্থানে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্র স্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২) এছাড়া ভবনের বিভিন্ন স্থানে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা গেছে এবং পানি জমে থাকতে লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া বিদ্যালয় প্রাঙ্গনটি যথেষ্ট বিশাল, কিন্তু পানি নিস্কাশনের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় জলাবদ্ধতার কারণে মাঠ কদমাক্ত হয়ে আছে। খেলাধুলার কোন সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজমান নেই।

(১৫) গুমাইল উচ্চ বিদ্যালয়ঃ আলোচ্য বিদ্যালয়টি ঢাকা জেলার সভার উপজেলার ইয়ারপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিএবিএড পাশ। বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯৫০ জন; এদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক ছাত্রী এবং বাকী অর্ধেক ছাত্র। মোট শিক্ষক রয়েছেন ১৭ জন, তাদের সকলেই এমপিওভুক্ত। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে। ডোনেশ নে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বিদ্যালয়ের মূল বিশাল ভবনটি নির্মাণ করা হয়ে ছিল। তিন তলা এই বিশাল ভবনটিতে ১৪টি কক্ষ রয়েছে। অপরদিকে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত একতলা ভবনটি বিশাল প্রাঙ্গনের এক কোনে নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের মোট ৩টি কক্ষের ১টি লাইব্রেরী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকী দুটি কক্ষের মধ্যে একটি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে এবং অপর কক্ষটি ২ জন পার্টটাইম শিক্ষক মেস হিসেবে বসবাস করছেন। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিদ্যালয়ে নতুন কোন ভবন নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না। কারণ একদিকে যেমন মূল ভবনটি ১৪টি কক্ষ বিশিষ্ট বিশাল একটি তিনতলা ভবন ও অপরদিকে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। উপরন্ত ভবনটি ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্থ। স্থানে স্থানে দেয়াল ও মেঝের আস্তরন উঠে গেছে এবং ছাদে পানি জমে স্যাতসেতে হয়ে গেছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮৯৫৩২.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৮৪৯৩০.৬৪ লক্ষ টাকা (৯৪.৮৬%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৫-০৬ হতে জুন,২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)
২০০৫-০৬	--	--	--	--	--	--	--	--	--
২০০৬-০৭	৫.০০	৫.০০	--	০.০১%	৫.০০	৫.০০	৫.০০	--	০.০১%
২০০৭-০৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০	--	২.৯২%	১৭৫৬.৫০	১৭৫৬.৪৮	১৭৫৬.৪৮	--	২.০৭%
২০০৮-০৯	২১৭৮১.০০	২১৭৮১.০০	--	২৫.৪১%	২১৭৮১.০০	২১৭৭৫.১১	২১৭৭৫.১১	--	২৬.৬৪%
২০০৯-১০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	--	১৯.১৭%	২৫০০০.০০	২৪৯৯৯.৭৯	২৪৯৯৯.৭৯	--	২৯.৪৪%
২০১০-১১	১৭০৮০.০০	১৭০৮০.০০	--	১৯.৯৩%	১৭০৮০.০০	১৭০৭৯.৬১	১৭০৭৯.৬১	--	২০.১১%
২০১১-১২	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	--	১৫.১৭%	১৩০০০.০০	১২৯৬৯.৮৫	১২৯৬৯.৮৫	--	১৫.২৭%
২০১২-১৩	৫৬৮০.০০	৫৬৮০.০০	--	৬.৬৩%	৫৬৮০.০০	৫৬৭৮.৩৭	৫৬৭৮.৩৭	--	৬.৬৯%
২০১৩-১৪	৬৬৭.০০	৬৬৭.০০	--	০.৭৮%	৬৬৭.০০	৬৬৬.৪৩	৬৬৬.৪৩	--	০.৭৮%
মোট	৮৫৭১৩.০০	৮৯৫৩২.০০	--	১০০%	৮৪৯৬৯.৫০	৮৪৯৩০.৬৪	৮৪৯৩০.৬৪	--	১০০%

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৪.৮৬%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ **বিদ্যালয় ভবন নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ বাবদ ৮৩৫১৭.৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৯০৮২.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এবং বাস্তবে ২১৩৪টি বিদ্যালয়ের স্থলে ২১৩১টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৮৬% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৮.২.২ **বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র বাবদ ৫৮৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৬৮৯.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.২৬% এবং বাস্তবে ২১৩৪টি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয়ের স্থলে ২১৩২টি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯১% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩ কম্পিউটারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কম্পিউটার ক্রয় বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯২% এবং বাস্তবে ১টি কম্পিউটার ক্রয়ের স্থলে ১টি ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪ মোটর সাইকেলঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মোটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬০.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.০৬% এবং বাস্তবে ৫০টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের স্থলে ৫০টি ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫ ফটোকপিয়ার মেশিনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় বাবদ ২.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৮% এবং বাস্তবে ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের স্থলে ১টি ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬ এয়ার কন্ডিশনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এয়ার কন্ডিশন ক্রয় বাবদ ০.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ১টি এয়ার কন্ডিশন ক্রয়ের স্থলে ১টি ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭ কন্টিনজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কন্টিনজেন্সি খাতে ৯৫.৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৪.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.২৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা;	ক) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে;
খ) নির্বাচিত ২১৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ (তিন)টি শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং	খ) নির্বাচিত ২১৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ (তিন)টি শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এবং
গ) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	গ) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১১। প্রকল্পের প্রভাবঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুপেয় পানির সংস্থান ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রয়প্রনালী ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী হয়েছে। মোট ৬৩৯৩টি নতুন শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের ফলে ৩১৩৬৬৫০ জন শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা দেশের দক্ষ জনবল গঠনে সহায়ক ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

১১। সমস্যা ঃ

১১.১ বরিশাল জেলার এ আরএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচ্য প্রকল্পের প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের সিঁড়িতে ফাটল দেখা গেছে। ভবন নির্মাণে এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই এ ধরনের ফাটল কাম্য নয়।

১১.২ ??????? ??? ???????? ????? ???? ?????? মেঝের মোট ফিনিশিং ইতোমধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে।

১১.৩ ????????? বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত ভবনের ২য় তলায় ১টি কক্ষ নির্মাণ করেছে। ভবনের ছাদের উপর বাড়তি রড অরক্ষিত (খোলা) অবস্থায় দেখা গেছে যা পরবর্তীতে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণে ঝুকিপূর্ণ হতে পারে।

১১.৪ সৈকত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

১১.৫ আমেনা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

১১.৬ সাহিত্যিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের মেঝ পার্শ্ববর্তী মাঠ হতে অনেক উচুঁতে থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

১১.৭ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় প্রকৌশলীর সংখ্যা অপ্রতুলতা পরিলক্ষীত হয়েছে;

১২। সুপারিশ ঃ

১২.১ বরিশাল জেলার এ আরএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচ্য প্রকল্পের প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের সিঁড়িতে ফাটল জরন্নরী ভিত্তিতে মেরামতের বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২.২ জিনজিরা পীর মোহাম্মদ পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে মেঝের নেট ফিনিশিং ইতোমধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। এবিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২.৩ ইস্পাহানী উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত ভবনের ২য় তলায় ১টি কক্ষ নির্মাণ করেছে। ভবনের ছাদের উপর বাড়তি রড অরক্ষিত (খোলা) অবস্থায় দেখা গেছে যা পরবর্তীতে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণে ঝুকিপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২.৪ সৈকত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আমেনা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া র বিষয়ে মন্ত্রণালয় সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

১২.৫ সাহিত্যিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের মেঝ পার্শ্ববর্তী মাঠ হতে অনেক উচুঁতে থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২.৬ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যপী পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৌশলী পদায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১২.৭ দেশব্যপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও রড়্গাণাবেড়্গাণের লড়্গ্যে রাজস্বখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

‘‘শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ গোপালগঞ্জ সদর

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ **শিক্ষা পকৌশল অধিদপ্তর**

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ **শিক্ষা মন্ত্রণালয়।**

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জেডিসিএফ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (জেডিসিএফ)	সর্বশেষ সংশোধিত (জেডিসিএফ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৮২.৪৮	১৫২০.৭০	১৫০৪.১৪	জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৩	জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৪	জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৪	১৩৮.২২ (১০%)	১ বছর (১০০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	-	৫	৬	৭
০১।	বই পুস্তক (লাইব্রেরী)	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক (১০০%)
০২।	পরিচালন ব্যয় (আনুষঙ্গিক)	থোক	১০.৫০	থোক	১০.৫০	থোক (১০০%)
০৩।	৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ	১৫২৩ বঃমিঃ	৩৫৪.৪৯	১৫২৩ বঃমিঃ	৩৫৩.৮৮	১৫২৩ বঃমিঃ (১০০%)
০৪।	৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০৮০ বঃমিঃ	৪৪১.৫৪	২০৮০ বঃমিঃ	৪৩৩.৯৬	২০৮০ বঃমিঃ (১০০%)
০৫।	৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ১০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ	১৬৭০ বঃমিঃ	৪০৯.০৩	১৬৭০ বঃমিঃ	৪০৮.৫৬	১৬৭০ বঃমিঃ (১০০%)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৬।	২য় তলা অধ্যক্ষ ও হোস্টেল সুপারের বাস ভবন নির্মাণ	২০০ বঃমিঃ	৬৪.৪২	২০০ বঃমিঃ	৬৪.৩৪	২০০ বঃমিঃ
০৭।	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৪৫০ আর এম	৩০.০০	৪৫০ আর এম	২৯.৮৮	৪৫০ আর এম
০৮।	অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ	৮০ আর এম	৫.০০	৮০ আর এম	৪.৭৫	৮০ আর এম
০৯।	কম্পিউটার	৪৩টি	৪৩.০০	৪৩টি	৩৬.২০	৪৩টি
১০।	ফটোকপি মেশিন	১টি	২.৮৪	১টি	২.৮৪	১টি
১১।	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৩৮	১টি	০.৩৮	১টি
১২।	আসবাবপত্র	থোক	৭৬.০০	থোক	৭৫.৮৫	থোক
১৩।	যানবাহন	১টি জীপ	৭১.৫০	১টি জীপ	৭১.৫০	১টি জীপ
১৪।	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
	মোট =		১৫২০.৭০		**১৫০৪.১৪ (৯৯%)**	

আলোচ্য প্রকল্পটি ১৩৮২.৪৮ লড়া টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৫২০.৭০ লড়া টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১৫০৪.১৪ লক্ষ টাকা (৯৯%)এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট অব্যয়িত অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত করা হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১। **পটভূমি ঃ** বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত গোপালগঞ্জ একটি অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ জেলা। এ জেলার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিতরণ তথা নারী শিক্ষার বিস্তার, বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মহতী উদ্যোগ, সদিচ্ছা ও সম্মতিক্রমে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যার নামানুসারে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ"টি স্থাপিত হয়। সদ্য স্থাপিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গোপালগঞ্জ জেলা শহরের পুরাতন জেলখানার পরিত্যাক্ত জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী স্থাপন করা হয়। আবাসিক সুবিধাসহ কেবলমাত্র মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ভবন না থাকায় জেলখানার পরিত্যাক্ত কয়েকটি টিনশেড ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং একাডেমিক পরিবেশের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং একাডেমিক পরিবেশের উন্নয়ন করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায় ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ১৩৮২.৪৮ লড়া টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৫২০.৭০ লড়া টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ** প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম হলোঃ (ক) ৫ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ, (খ) ৫ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, (গ) ৫ তলা ভিতের ওপর ৫ তলা ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ (১০০ আসন), (ঘ) ২ তলা প্রিন্সিপাল ও হাউজ টিউটর ভবন নির্মাণ, (ঙ) বাউন্ডারি ওয়াল, (চ) অভ্যন্তরীন রাস্তা, (ছ) সারফেস ড্রেন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ, (জ) আসবাবপত্র, (ঝ) যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয় (৪টি), (ঞ) বই-পুস্তক সংগ্রহ ও অন্যান্য।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকগণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	মোঃ সামছুল হুদা নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।	৩১-১০-২০১১	০৯-০৩-২০১২	খন্ডকালীন
২।	মোঃ আলী আজম নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।	২৭-০৩-২০১২	১১-০২-২০১৪	খন্ডকালীন
৩।	মোঃ রায়হান বাদশা নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।	১২-০২-২০১৪	১৮-১২-২০১৪	খন্ডকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শন ঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ০৮-০৮-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি** ঃ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫২০.৭০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৫০৪.১৪ লক্ষ টাকা (৯৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)
২০১২-১৩	৭৪৮.৭০	৭৪৮.৭০	--	৪০.৭১%	৭৭২.০০	৭৭২.০০	৭৭২.০০	--	৫০.৭৭%
২০১৩-১৪	৭৭২.০০	৭৭২.০০	--	৪৯.২৩%	৭৩২.১৪	৭৩২.১৪	৭৩২.১৪	--	৪৯.২৩%
মোট =	১৫২০.৭০	১৫২০.৭০	--	--	১৫০৪.১৪	১৫০৪.১৪	১৫০৪.১৪	--	১০০%

৮.২। অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশেস্নষণ ঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৫০৪.১৪ লড়া টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। **বই পুস্তক (লাইব্রেরী):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বই পুস্তক (লাইব্রেরী) খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। **পরিচালন ব্যয় (আনুষঙ্গিক):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের পরিচালন ব্যয় (আনুষঙ্গিক) খাতে ১০.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। **৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ খাতে ৩৫৪.৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৫৩.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.৬১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৩% এবং বাস্তবে ১৫২৩ বঃমিটারের স্থলে ১৫২৩বঃ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



চিত্রঃ নির্মিত ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ও লাইব্রেরী ভবন।

৮.২.৪। **৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ খাতে ৪৪১.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৩৩.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৭.৫৮ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.২৮% এবং বাস্তবে ২০৮০ বঃমিটারের স্থলে ২০৮০ বঃ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ নির্মিত ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা একাডেমিক ভবন।

৮.২.৫। **৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ১০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ১০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ খাতে ৪০৯.০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০৮.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.৪৭ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৯% এবং বাস্তবে ১৬৭০.০০ বঃমিটারের স্থলে ১৬৭০.০০ বঃ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ নির্মিত ৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ১০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল।

৮.২.৬। **২য় তলা অধ্যক্ষ ও হোস্টেল সুপারের বাস ভবন নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ২য় তলা অধ্যক্ষ ও হোস্টেল সুপারের বাস ভবন নির্মাণ খাতে ৬৪.৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০৮ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৮% এবং বাস্তবে ২০০ বঃমিটারের স্থলে ২০০ বঃ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



চিত্রঃ নির্মিত অধ্যক্ষ ও হোস্টেল সুপারের বাস ভবন।

৮.২.৭। **সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৯.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.০২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬০% এবং বাস্তবে ৪৫০ আর এম স্থলে ৪৫০ আর এমই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



চিত্রঃ নির্মিত সীমানা প্রাচীর।

৮.২.৮। **অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ০.২৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এবং বাস্তবে ৮০রানিং মিটারের স্থলে ৮০ রানিং মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



চিত্রঃ নির্মিত অভ্যন্তরীন রাস্তা।

৮.২.৯। **কম্পিউটারঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের কম্পিউটার খাতে ৪৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ৬.৮০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৫% এবং বাস্তবে ৪৩টি কম্পিউটারের স্থলে ৪৩টি কম্পিউটারই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য কম্পিউটারসমুহ এখনও সংযোগ স্থাপন করা হয়নি।



চিত্রঃ ক্রয়কৃত কম্পিউটার যন্ত্রাংশের একাংশ।

৮.২.১০। **ফটোকপি মেশিনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ফটোকপি মেশিন (১টি) খাতে ২.৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১১। **ফ্যাক্স মেশিনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ফ্যাক্স মেশিন (১টি) খাতে ০.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১২। **আসবাবপত্রঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের আসবাবপত্র খাতে ৭৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।




চিত্রঃ আসবাবপত্রের একাংশ।

৮.২.১৩। **যানবাহনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের যানবাহন (১টি জীপ) খাতে ৭১.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৪। **বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়নি মর্মে সরেজমিনে দেখা যায়।



চিত্রঃ ক্রয়কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাংশের একাংশ।

৯ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
১) বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং একাডেমিক পরিবেশের উন্নয়ন করা।	১) বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং একাডেমিক পরিবেশের উন্নয়ন করা হয়েছে;

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১। প্রকল্পের প্রভাব ঃ আলোচ্য "শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশগত ও পাঠদানের সুযোগ - সুবিধা ও ছাত্রীদের আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

১২। **সমস্যা ঃ**

১২.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার সমূহ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্যাকেটজাত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়েছে, পরিদর্শনকাল পর্যন্ত কম্পিউটারসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ল্যাবে স্থাপন করা হয়নি, যা কাম্য নয়;

১২.২ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন , ২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা অনেক বিলম্বে (প্রায় ০১ বছর পরে) প্রেরণ করা হয়;

১২.৩ আলোচ্য প্রকল্পটির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি মর্মে প্রকল্পের PCR পর্যবেক্ষণে দেখা যায়।

১৩। সুপারিশ ঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার সমূহ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ অনতিবিলম্বে ল্যাবে স্থাপন করতে হবে;

১৩.২ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৩.৩ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত Exteranal Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৩.৪ অনুচ্ছেদ ১৩.১ থেকে ১৩.৩ এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট থ্রু স্কাউটিং' শীর্ষক প্রকল্প।
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন,২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ স্কাউটস্

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল **মোট** টাকা **প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব অর্থ)**	সর্বশেষ সংশোধিত **মোট** টাকা **প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব অর্থ)**		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪০০.০০ ১২৯৪.৩৮ -- ১০৫.৬২	১৭০৮.০০ ১৬০২.৩৮ -- ১০৫.৬২	১৭০৭.৭০	জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১৩	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৪	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৪	৩০৮.০০ (২২%)	৬ মাস (১৭%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	জনবলের বেতন ভাতা	৫ জন	৫১.৪৫	৫ জন	৫১.৪৫ (১০০%)	৫ জন (১০০%)
০২.	প্রশিক্ষণ কার্যাবলী	৭৩৪ জন	১৫৯.৬৪	৭৩৪ জন	১৫৯.৬৪ (১০০%)	৭৩৪ জন (১০০%)
০৩.	প্রোগ্রাম কার্যাবলী	৩৪৬ জন	৩০৪.৫২	৩৪৬ জন	৩০৪.৫২ (১০০%)	৩৪৬ জন (১০০%)
০৪.	সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনামূলক কার্যাবলী	৯৯ জন	৮৭.২৫	৯৯ জন	৮৭.২৫ (১০০%)	৯৯ জন (১০০%)
০৫.	গার্লস্ ইন স্কাউটিং কার্যাবলী	৮২ জন	৩০.৩২	৮২ জন	৩০.৩২ (১০০%)	৮২ জন (১০০%)
০৬.	এক্সটেনশন/প্রতিবন্ধী স্কাউটিং কার্যাবলী	২৩ জন	১২.৫৬	২৩ জন	১২.৫৬ (১০০%)	২৩ জন (১০০%)
০৭.	এডাল্টস্ ইন স্কাউটিং কার্যাবলী	১২ জন	৮.৭৫	১২ জন	৮.৭৫ (১০০%)	১২ জন (১০০%)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৮.	গবেষণা ও মূল্যায়ন	৪২টি	১২.৫০	৪২টি	১২.৫০ (১০০%)	৪২টি (১০০%)
০৯.	জনসংযোগ, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন	১০টি	৫.০০	১০টি	৫.০০ (১০০%)	১০টি (১০০%)
১০.	ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি	৪২টি	২৫.৫৬	৪২টি	২৫.৫৬ (১০০%)	৪২টি (১০০%)
১১.	যানবাহনের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৭.৫৫	থোক	২৭.৫৫ (১০০%)	থোক (১০০%)
১২.	অফিস কন্টিনজেন্সী	থোক	১২.৯৫	থোক	১২.৯৫ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৩.	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	--	--	--	--	--
১৪.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	--	--	--	--	--
১৫.	আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং ম্যাটেরিয়েলস্	১৭৭টি	৫৩.৩৭	১৭৭টি	৫৩.০৭ (১০০%)	১৭৭টি (১০০%)
১৬.	ভৌত নির্মাণ	২১টি	২৮৫.৮৭	২১টি	২৮৫.৮৭ (১০০%)	২১টি (১০০%)
১৭.	মৌচাক জাতয়ি স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন	থোক	৩৪০.৯৬	থোক	৩৪০.৯৬ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৮.	বরগুনায় নেচার অবজারভেমন ট্রেনিং সেন্টার	১টি	৪৫.০০	১টি	৪৫.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
১৯.	সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন	৭টি	৫৭.৯২	৭টি	৫৭.৯২ (১০০%)	৭টি (১০০%)
২০.	ভূমি অধিগ্রহণ (সিলেট)	৭.১৬ একর	১৮৬.৮৩	৭.১৬ একর	১৮৬.৮৩ (১০০%)	৭.১৬ একর (১০০%)
	মোট =		**১৭০৮.০০**	--	**১৭০৭.৭০ (৯৯.৯৮%)**	(১০০%)

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৭০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৭০৮.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার মধ্যে ১৭০৭.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। **পটভূমিঃ** বর্তমান প্রকল্পের পূর্বে ''বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)'' নামে একটি প্রকল্প বাংলাদেশ স্কাউটস সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের তরুণ, অল্পবয়সী ছেলে মেয়ে এবং যুবদের আত্মনির্ভর, দেশপ্রেমিক, সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপদল পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমোন্নতিশীল পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়াও ১১-২৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা সমাবেশ, জাম্বুরী, মুট, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়।

স্কাউটিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যুবদের দক্ষ করে গড়ে তোলা, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে একজন সুযোগ্য ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণ করা একটি কার্যকরী বিনিয়োগ। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনশীল বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্কাউট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের যুবদের আত্মনির্ভরশীল, দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলা , ছেলে-মেয়েরা যাতে শারীরিক ভাবে সুস্থ, মানসিক ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী ও আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত নাগরিক হিসেবে সমাজ জায়গা করে নিতে পারে। সে লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১) দেশের শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের স্কাউটিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল , দেশপ্রেমিক ও বিশ্বাসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে তাদের শারীরিক , মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি র মাধ্যমে সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা;

২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ে ২০০০টি নতুন স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল গঠনের মাধ্যমে এক লক্ষ স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা;

৩) স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটি প্র শিক্ষণ কোর্স প্রদান ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা; এবং

৪) মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০০ আসনের অডিটরিয়াম সংস্কার করে স্কাউটদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভাড়ার মাধ্যমে সংস্থার আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৪০০.০০ লক্ষ (জিওবি ১২৯৪.৩৮ লক্ষ এবং বাংলাদেশ স্কাউট-এর নিজস্ব অর্থায়ন ১০৫.৬২ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোট ১৭০৮.০০ লক্ষ (জিওবি ১৬০২.৩৮ লক্ষ এবং বাংলাদেশ স্কাউট-এর নিজস্ব অর্থায়ন ১০৫.৬২ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(১) ভূমি অধিগ্রহণ; (২) ভৌত নির্মাণ; (৩) মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন; (৪) বরগুনায় নেচার অবজারভেমন ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ; (৫) সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন; (৬) আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং ম্যাটেরিয়েলস্; (৭) জনবলের বেতন-ভাতা; (৮) প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম, সমাজ উন্নয়ন, গার্লস্ ইন স্কাউটিং, এক্সটেনশন/প্রতিবন্ধী স্কাউটিং এবং এডাল্টস্ ইন স্কাউটিং কার্যাবলী; (৯) গবেষণা ও মূল্যায়ন; (১০) জনসংযোগ, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন; (ট) ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইত্যাদি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব কে এম সাইদুজ্জামান পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস্	০১-০৩-২০১০	৩১-০৫-২০১৩	খন্ডকালীন
২।	জনাব এরশাদুল মোকাদ্দিস যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস্	০১-০৬-২০১৩	৩০-০৬-২০১৪	খন্ডকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক যথাক্রমে ০৭-০৪-২০১৫ ও ১৬-০৫-২০১৫ তারিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৭০৭.৭০ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জেডিসিএফ)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১০-১১	২০০.০০	২০০.০০	--	১০০%	২০০.০০	২০০.০০	--	১০০%
২০১১-১২	৪৩৮.৭৫	৪৩৮.৭৫	--	১০০%	৪৩৮.৫০	৪৩৮.৫০	--	১০০%
২০১২-১৩	৫০৯.০০	৫০৯.০০	--	১০০%	৫০৯.০০	৫০৯.০০	--	১০০%
২০১৩-২০১৪	৪৫৫.০০	৪৫৫.০০	--	১০০%	৪৫৪.৫৮	৪৫৪.৫৮		১০০%
নিজস্ব অর্থ	১০৫.৬২	১০৫.৬২	--	১০০%	১০৫.৬২	১০৫.৬২	--	১০০%
মোট =	**১৭০৮.০০**	**১৭০৮.০০**	**--**	**১০০%**	**১৭০৭.৭০**	**১৭০৭.৭০**	**--**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশেস্নষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। জনবলের বেতন ভাতাঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৫ জন জনবলের বেতন ভাতা বাবদ ৫১.৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৫ জন জনবলের বিপরীতে ৫ জনই নিয়োজিত করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। প্রশিক্ষণ কার্যাবলীঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যাবলী খাতে ১৫৯.৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৯.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৭৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৭৩৪ জনকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। প্রোগ্রাম কার্যাবলীঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রোগ্রাম কার্যাবলী খাতে ৩০৪.৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩০৪.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৩৪৬ জন প্রোগ্রাম কার্যাবলী মধ্যে সম্পূর্ণটাই সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনামূলক কার্যাবলীঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনামূলক কার্যাবলী খাতে ৮৭.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৭.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৯৯ জন জনবলের বিপরীতে ৯৯ জনই নিয়োজিত ছিল অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫। **গার্লস্ ইন স্কাউটিং কার্যাবলীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গার্লস্ ইন স্কাউটিং কার্যাবলী খাতে ৩০.৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩০.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৮২ জন জনবলের বিপরীতে ৮২ জনই নিয়োজিত ছিল অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬। **এক্সটেনশন/প্রতিবন্ধী স্কাউটিং কার্যাবলীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এক্সটেনশন/প্রতিবন্ধী স্কাউটিং কার্যাবলী খাতে ১২.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২৩ জন জনবলের বিপরীতে ২৩ জনই নিয়োজিত ছিল অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭। **এডাল্টস্ ইন স্কাউটিং কার্যাবলীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এডাল্টস্ ইন স্কাউটিং কার্যাবলী খাতে ১২.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১২ জন জনবলের বিপরীতে ১২ জনই নিয়োজিত ছিল অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮। **গবেষণা ও মূল্যায়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গবেষণা ও মূল্যায়ন খাতে ১২.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৪২টি গবেষণ ও মূল্যায়ন কাজের বিপরীতে ৪২টি সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯। **জনসংযোগ, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী জনসংযোগ, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১০টি প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন বিপরীতে ১০টি সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১০। **ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি খাতে ২৫.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির ৪২টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৪২টি সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১১। **যানবাহনের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী যানবাহনের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ২৭.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৭.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১২। **অফিস কন্টিনজেন্সীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস কন্টিনজেন্সী খাতে ১২.৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৩। **আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং ম্যাটেরিয়েলস্ঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং ম্যাটেরিয়েলস্ খাতে ৫৩.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৩.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১৭৭টি আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং ম্যাটেরিয়েলস্ বিপরীতে ১৭৭টিই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।









চিত্রঃ আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং ম্যাটেরিয়েলস্।

৮.২.১৪। ভৌত নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভৌত নির্মাণ খাতে ২৮৫.৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮৫.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২১টি কটেজ নির্মাণের বিপরীতে ২১টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।




চিত্রঃ ভৌত নির্মাণের আওতায় নির্মিত কটেজ।

৮.২.১৫। মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন খাতে ৩৪০.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪০.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটরিয়ামের দেয়ালে কতিপয় ফাটল লক্ষ্যনীয় ছিল যা অনতিবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন।





চিত্র : স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্মুখভাগ





চিত্র : স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাউন্ডারি দেয়াল।





চিত্র : স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটরিয়ামের উন্নয়ন করা হয়েছে।




চিত্র : স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটরিয়ামের দেয়ালে কতিপয় ফাটল।

৮.২.১৬। **বরগুনায় নেচার অবজারভেশন ট্রেনিং সেন্টারঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বরগুনায় নেচার অবজারভেশন ট্রেনিং সেন্টার খাতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১টি ট্রেনিং সেন্টারের বিপরীতে ১টি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়ে ছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৭। **সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন খাতে ৫৭.৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৭.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিপরীতে ৭টি কেন্দ্রই উন্নয়ন করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।





চিত্র : সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল গেট। সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল ভবন এবং সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল ভবনে ফাটল (ডানে)।



চিত্র : সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় নির্মিত কটেজসমূহ।



চিত্র : সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীন রাস্তাঃ

৮.২.১৮। ভূমি অধিগ্রহণ (সিলেট): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ (সিলেট) খাতে ১৮৬.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮৬.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৭.১৬ একর জমির বিপরীতে ৭.১৬ একর জমিই অধিগ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।



চিত্র : সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধিগ্রহণকৃত জমি।



চিত্র : সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাউন্ডারী ওয়াল।



চিত্র : সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নির্মিত গার্ড রুম।



চিত্র : সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্মিত স্থান ভেঙ্গে পড়েছে।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
১) দেশের শিশু -কিশোর, তরুণ-তরুণীদের স্কাউটিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল , দেশপ্রেমিক ও বিশ্বাসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে তাদের শারীরিক , মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে সুশৃঙ্খ ল নাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা;	১) দেশের শিশু -কিশোর, তরুণ-তরুণীদের স্কাউটিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল , দেশপ্রেমিক ও বিশ্বাসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে তাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ে ২০০০টি নতুন স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল গঠনের মাধ্যমে এক লক্ষ স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা;	২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় , মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ে ২০০০টি নতুন স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল গঠনের মাধ্যমে এক লক্ষ স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে;
৩) স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা; এবং	৩) স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে; এবং
৪) মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০০ আসনের অডিটরিয়াম সংস্কার করে স্কাউটদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভাড়ার মাধ্যমে সংস্থার আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।	৪) মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০০ আসনের অডিটরিয়াম সংস্কার করে স্কাউটদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভাড়ার মাধ্যমে সংস্থার আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১১। প্রকল্পের প্রভাবঃ

স্কাউটিং প্রাতিষ্ঠানিক ও সহ-পাঠ্যক্রম কার্যক্রমের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের আচরণগত পরিবর্তন করে, যার মাধ্যমে স্কাউটদের অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের স্কাউটিং করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তারা তাদের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্কাউটরা শারীরিকভাবে সুস্থ্য, মানসিকভাবে আত্মপ্রত্যয়ী এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুশৃঙ্খল হয়ে আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ক) প্রশিক্ষণার্থী স্কাউটরা (তরুণ ও যুব) এখন তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধান করতে পারবে; তারা নিজেকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ হিসেবে তৈরী করে আরো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে; খ) স্কাউট সদস্যবৃন্দ সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে অধিক সচেতন হবে; গ) সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সক্ষম হবে; ঘ) স্কাউট সদস্যবৃন্দ মানষিকভাবে সবসময় অন্যান্য ব্যক্তিদের চাইতে বিকশিত।

১২। সমস্যাঃ

১২.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্মিত স্থাপনাদির কিছু কিছু স্থানে বিশেষ করে মৌচাকের অডিটরিয়াম ভবন ও সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ স্থান ভেঙ্গে পড়েছে এবং মূল ভবনের দেয়ালে ফাটল লক্ষ্য করা গেছে;

১২.২ প্রকল্পের আওতায় পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রকল্পের কাজে কিছুটা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে;

১২.৩ নির্মিত ভবনসমূহে নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় স্কাউট সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তা , সীমানা প্রাচীর, আবাসন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংস্থান ইত্যাদি অপর্যাপ্ত রয়েছে মর্মে স্কাউট কর্তৃপক্ষ হতে জানা যায়;

১২.৪ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৬ মাস পরে যা কাম্য নয়; এবং

১২.৫ প্রকল্পের External অডিট গত ০৫-১১-২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি;

১৩। **সুপারিশঃ**

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাদির প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে মৌচাকের অডিটরিয়াম ভবন ও সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ স্থান এবং কেন্দ্রের মূল ভবনের দেয়ালে ফাটল মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩.২ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জনবল সংস্থান রেখে প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৩.৩ নির্মিত ভবনসমূহে নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। তাছাড়া জাতীয় স্কাউট সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তা , সীমানা প্রাচীর, আবাসন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংস্থান করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৩.৪ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যপারে মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৩.৫ প্রকল্পের External অডিট গত ০৫-১১-২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। অডিট প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৩.৬ অনুচ্ছেদ ১ ৩.১ হতে ১ ৩.৫ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : রংপুর সদর, রংপুর

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	হ্রাসকৃত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯৯১০.০০ ৯৯১০.০০ --	১০৩৫০.০০ ১০৩৫০.০০ --	১০১৩৭.০০	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	২.১৩ (২.০৬%)	২৪ মাস (৬৬%)

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে)</u>:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	অফিসারদের বেতন	জন	২৭.৬৫	৫ জন	২৭.৬৫ (১০০%)	৫ জন (১০০%)
০২.	স্টাফদের বেতন	জন	২৪.৩৫	৬জন	২৪.৩৫ (১০০%)	৬জন (১০০%)
০৩.	প্রকল্প অফিসের জন্য ভাড়া	মাস	৬.৮০	৫৪ মাস	৬.৮০ (১০০%)	৫৪ মাস (১০০%)
০৪.	স্টেশনারী	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
০৫.	বই ও জার্নাল	থোক	৬০.০০	থোক	৬০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৬.	জেনারেল কন্টিনজেন্সী	থোক	১৩৫.২০	থোক	১৩৫.২০ (১০০%)	থোক (১০০%)
০৭.	যানবাহন	সংখ্যা	৬১.০০	২টি	৬১.০০ (১০০%)	২টি (১০০%)
০৮.	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৬১.০০	১৮৯৪ টি	২৬১.০০ (১০০%)	১৮৯৪ টি (১০০%)
০৯.	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪০.০০	৪৬টি	৪০.০০ (১০০%)	৪৬টি (১০০%)
১০.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৭৫০.০০	১২০৮৭টি	৭৫০.০০ (১০০%)	১২০৮৭টি (১০০%)
১১.	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	২০৫.০০	১৭২১৮৬ ঘঃমিঃ	২০৫.০০ (১০০%)	১৭২১৮৬ ঘঃমিঃ (১০০%)
১২.	প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	১৮১০.০০	৬৩৭৬ বঃ মিঃ	১৮১০.০০ (১০০%)	৬৩৭৬ বঃ মিঃ (১০০%)
১৩.	ছাত্র হল নং-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৬৯১.০০	৩৮৭৬ বঃ মিঃ	৬৯১.০০ (১০০%)	৩৮৭৬ বঃ মিঃ (১০০%)
১৪.	ছাত্র হল নং-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৭২৫.০০	৩৮৭৬ বঃ মিঃ	৭২৫.০০ (১০০%)	৩৮৭৬ বঃ মিঃ (১০০%)
১৫.	ছাত্রী হল নং-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৬৭০.০০	৩৩৫৫ বঃ মিঃ	৬৭০.০০ (১০০%)	৩৩৫৫ বঃ মিঃ (১০০%)
১৬.	ভিসি অফিস কাম বাসভবন (২য় তলা বিশিষ্ট)	বঃ মিঃ	১৩৫.৫২	৬৪০ বঃ মিঃ	১৩৫.৫২ (১০০%)	৬৪০ বঃ মিঃ (১০০%)
১৭.	শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	১৫৫.৭৪	৭৩০ বঃ মিঃ	১৫৫.৭৪ (১০০%)	৭৩০ বঃ মিঃ (১০০%)
১৮.	শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	১৫৫.৭৪	৭৩০ বঃ মিঃ	১৫৫.৭৪ (১০০%)	৭৩০ বঃ মিঃ (১০০%)
১৯.	অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	১৫৭.০০	৭৩০ বঃ মিঃ	১৫৭.০০ (১০০%)	৭৩০ বঃ মিঃ (১০০%)
২০.	অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	১৫৭.০০	৭৩০ বঃ মিঃ	১৫৭.০০ (১০০%)	৭৩০ বঃ মিঃ (১০০%)
২১.	একাডেমিক ভবন-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৬২০.০০	৩৭০০ বঃ মিঃ	৬২০.০০ (১০০%)	৩৭০০ বঃ মিঃ (১০০%)
২২.	একাডেমিক ভবন-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৫৫৯.০০	৩৭০০ বঃ মিঃ	৫৫৯.০০ (১০০%)	৩৭০০ বঃ মিঃ (১০০%)
২৩.	একাডেমিক ভবন-৩ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৭০৮.০০	৩৭০০ বঃ মিঃ	৭০৮.০০ (১০০%)	৩৭০০ বঃ মিঃ (১০০%)
২৪.	একাডেমিক ভবন-৪ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৬৪৮.০০	৩৭০০ বঃ মিঃ	৬৪৮.০০ (১০০%)	৩৭০০ বঃ মিঃ (১০০%)
২৫.	লাইব্রেরী নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	২৫৭.০০	১০০০ বঃ মিঃ	২৫৭.০০ (১০০%)	১০০০ বঃ মিঃ (১০০%)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
২৬.	সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া (৪তলা ভিতের উপর ২ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	২০৬.০০	১০২১ বঃ মিঃ	২০৬.০০ (১০০%)	১০২১ বঃ মিঃ (১০০%)
২৭.	বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন ও পাম্প হাউজ	কেভিএ	২৫৫.০০	০১টি (১০০০ কেভিএ)	২৫৫.০০ (১০০%)	০১টি (১০০০ কেভিএ) (১০০%)
২৮.	অভ্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	বঃ মিঃ	২২০.০০	১০০০০ বঃ মিঃ	২২০.০০ (১০০%)	১০০০০ বঃ মিঃ (১০০%)
২৯.	অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন	বঃ মিঃ	১০.০০	৬০০ বঃ মিঃ	১০.০০ (১০০%)	৬০০ বঃ মিঃ (১০০%)
৩০.	গভীর নলকূপ	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৩১.	কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ (৩তলা ভিতের উপর ১ম তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	১৩২.০০	৫০০ বঃ মিঃ	১৩২.০০ (১০০%)	৫০০ বঃ মিঃ (১০০%)
৩২.	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	বঃ মিঃ	১৮৪.০০	২১০৬ বঃ মিঃ	১৮৪.০০ (১০০%)	২১০৬ বঃ মিঃ (১০০%)
৩৩.	প্রাইস কনটিনজেন্সি	থোক	২.১৩	থোক	০.০০	০.০০
	মোট =		**১০৩৫০.০০ (১০০%)**	--	**১০১৩৭.০০ (৯৭.৯৪%)**	(১০০%)

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১০৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১০১৩৭.০০ লক্ষ টাকা (৯৭.৯৪%) শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার সম্পূর্নটাই ব্যয়িত হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি, অবমুক্তির ১০০% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। **পটভূমিঃ** উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক রংপুর একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৯৯.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৯ থেকে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৭-১২-২০০৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্মাণ কাজের ড্রইং ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলনের পরিবর্তন হওয়ায় কতিপয় অঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির করা হয়। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মোট ১০৩.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০১-১২-২০১১ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে কতিপয় অঙ্গের বাস্তব ও আর্থিক পরিমাণের হ্রাস–বৃদ্ধি করে গত ১৭-০২-২০১৩ তারিখে শিক্ষা সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার মাধ্যমে আন্তঃখাত সমন্বয় ও প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা আনয়নের লক্ষ্যে রংপুরে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা ;

২) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ভবন , একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হল, শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার এবং আসবাবপত্র, বই ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

৩) একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা; এবং

৪) ১ম পর্যায়ে ২টি অনুষদের আওতায় ১১টি বিভাগ চালু করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৯৯১০.০০ লক্ষ টাকা (পুরোটাই জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৭-১২-২০০৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোট ১০৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১ ৩ মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন এবং ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১ ৪ পর্যন্ত মেয়াদে ২য় সংশোধন গত ০৫-০৬-২০১৩ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(১) ৪টি একাডেমিক ভবন, (২) ১টি প্রশাসনিক ভবন, (৩) ১টি ছাত্রী হল, (৪) ২টি শিক্ষক ডরমেটরি, (৫) ২টি অফিসার্স ডরমেটরি, (৬) উপাচার্যের অফিস কাম-বাসভবন, (৭) লাইব্রেরী ভবন, (৮) কেন্দ্রীয় মসজিদ, (৯) বাউন্ডারী ওয়াল, (১০) অভ্যন্তরীণ আর সিসি রাস্তা, (১১) সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ, (১২) বই ও জার্নাল, (১৩) ২টি যানবাহন ক্রয়, (১৪) ৮১৮১টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও (১৫) ১১৭৯৩টি আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	প্রফেসর ড. এম এ জলিল মিয়া উপাচার্য বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।	০৬-০৫-২০০৯	০৫-০৫-২০১৩	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২।	প্রফেসর ড. এ কে এম নুরুন্নবী উপাচার্য বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।	০৬-০৫-২০১৩	৩০-০৬-২০১৪	অতিরিক্ত দায়িত্ব

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ০২-০৫-২০১৫ তারিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি **(Methodology)** অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১০৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১০১৩৭.০০ লক্ষ টাকা (৯৭.৯৪%)। অবশিষ্ট ২.১৩ লক্ষ টাকা (২.০৬%) মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত করা হয়নি মর্মে জানা যায়। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৮-০৯	৫০.০০	৫০.০০	--	০.৪৮%	৫০.০০	৫০.০০	--	০.৪৮%
২০০৯-১০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	--	১৪.৪৯%	১৫০০.০০	১৫০০.০০	--	১৪.৪৯%
২০১০-১১	২৮৩৮.০০	২৮৩৮.০০	--	২৭.৪২%	২৮৩৮.০০	২৮৩৮.০০	--	২৭.৪২%
২০১১-১২	৩৪৯০.০০	৩৪৯০.০০	--	৩৩.৭২%	৩৪৯০.০০	৩৪৯০.০০	--	৩৩.৭২%
২০১২-১৩	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০	--	১৪.২৫%	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০	--	১৪.২৫%
২০১৩-২০১৪	৭৮৪.০০	৭৮৪.০০	--	৭.৫৭%	৭৮৪.০০	৭৮৪.০০	--	৭.৫৭%
মোট	**১০১৩৭.০০**	**১০১৩৭.০০**	**--**	**১০০%**	**১০১৩৭.০০**	**১০১৩৭.০০**	**--**	**৯৭.৯৪%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশেস্নষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। **অফিসারদের বেতনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৫ জন অফিসারের বেতন বাবদ ২৭.৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৭.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৫ জন অফিসারের বিপরীতে ৫ জনই নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। **স্টাফদের বেতনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৬ জন স্টাফদেরর বেতন বাবদ ২৪.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৪.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৬ জন স্টাফের বিপরীতে ৬ জনই নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। **প্রকল্প অফিসের জন্য ভাড়াঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প অফিসের জন্য ভাড়া (৫৪ মাস) বাবদ ৬.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৮০লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪। **স্টেশনারীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টেশনারী বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫। **বই ও জার্নালঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বই ও জার্নাল বাবদ ৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬০.০০লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬। **জেনারেল কন্টিনজেন্সীঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী জেনারেল কন্টিনজেন্সী বাবদ ১৩৫.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৫.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৭। **যানবাহনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ২টি যানবাহন (১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস) বাবদ ৬১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ২টি যানবাহনের স্থলে ২টিই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮। **বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি খাতে ২৬১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ১৮৯৪টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্থলে ১৮৯৪টিই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯। **অফিস যন্ত্রপাতিঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস যন্ত্রপাতি খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৪৬টি অফিস যন্ত্রপাতির স্থলে ৪৬টিই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১০। **আসবাবপত্রঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র খাতে ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৫০.০০লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ১২০৮৭টি আসবাবপত্রের স্থলে ১২০৮৭টিই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১১। **ভূমি উন্নয়নঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন খাতে ২০৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ১৭২১৮৬ ঘঃমিঃ স্থলে ১৭২১৮৬ ঘন মিটারই উন্নয়ন করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১২। **প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রশাসনিক ভবন বাবদ ১৮১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৬৩৭৬ বঃমিটারের স্থলে ৬৩৭৬ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে ভবনের নাম ফলক স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়েছে।



চিত্রঃ প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)।

৮.২.১৩। **ছাত্র হল নং-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ছাত্র হল নং-১ বাবদ ৬৯১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৯১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৮৭৬ বঃমিটারের স্থলে ৩৮৭৬ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতা রয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ **ছাত্র হল নং-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.১৪। **ছাত্র হল নং-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ছাত্র হল নং-২ বাবদ ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৮৭৬ বঃমিটারের স্থলে ৩৮৭৬ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ **ছাত্র হল নং-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.১৫। **ছাত্রী হল (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ছাত্রী হল নং -১ বাবদ ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৭০.০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৩৫৫ বঃমিটারের স্থলে ৩৩৫৫ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ ছাত্রী হল নং-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)।

৮.২.১৬। **ভিসি অফিস কাম বাসভবন (২য় তলা বিশিষ্ট):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভিসি অফিস কাম বাসভবন বাবদ ১৩৫.৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৫.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৬৪০ বঃমিটারের স্থলে ৬৪০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃভিসি অফিস কাম বাসভবন (২য় তলা বিশিষ্ট)।

৮.২.১৭। **শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি-১ বাবদ ১৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৭৩০

বঃমিটারের স্থলে ৭৩০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

৮.২.১৮। **শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি-২ বাবদ ১৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৭৩০ বঃমিটারের স্থলে ৭৩০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৮.২.১৯। **অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-১ বাবদ ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৭৩০ বঃমিটারের স্থলে ৭৩০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ **অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.২০। **অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-২ বাবদ ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৭৩০ বঃমিটারের স্থলে ৭৩০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ **অফিসারদের জন্য ডরমেটরি-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.২১। **একাডেমিক ভবন-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক ভবন-১ বাবদ ৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৭০০ বঃমিটারের স্থলে ৩৭০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ**একাডেমিক ভবন-১ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.২২। **একাডেমিক ভবন-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক ভবন-২ বাবদ ৫৫৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৫৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৭০০ বঃমিটারের স্থলে ৩৭০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ**একাডেমিক ভবন-২ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.২৩। **একাডেমিক ভবন-৩ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক ভবন-৩ বাবদ ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৭০০ বঃমিটারের স্থলে ৩৭০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ**একাডেমিক ভবন-৩, বামে (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.২৪। **একাডেমিক ভবন-৪ (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক ভবন-৪ বাবদ ৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৭০০ বঃমিটারের স্থলে

৩৭০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ**একাডেমিক ভবন-৪, ডানে (৬ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.২৫। **লাইব্রেরী নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী লাইব্রেরী নির্মাণ বাবদ ২৫৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ১০০০ বঃমিটারের স্থলে ১০০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ **লাইব্রেরী নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা পর্যন্ত):**

৮.২.২৬। **সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া (৪তলা ভিতের উপর ২ তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া বাবদ ২০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ১০২১ বঃমিটারের স্থলে ১০২১ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ **সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া (৪তলা ভিতের উপর ২ তলা পর্যন্ত)।**

৮.২.২৭। **বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন ও পাম্প হাউজঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১টি ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন ও পাম্প হাউজ বাবদ ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২৮। **অভ্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অভ্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা নির্মাণ বাবদ ২২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ১০০০০ বঃমিটারের স্থলে ১০০০০ বর্গ মিটারই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ **অভ্যন্তরীন আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।**

৮.২.২৯। **অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেনঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৬০০ রানিং মিটারের স্থলে ৬০০ রানিং মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

৮.২.৩০। **গভীর নলকূপঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গভীর নলকূপ বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩১। **কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ (৩তলা ভিতের উপর ১ম তলা পর্যন্ত):** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ বাবদ ১৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৫০০ বঃমিটারের স্থলে ৫০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ (৩তলা ভিতের উপর ১ম তলা পর্যন্ত):নির্মাণ।

৮.২.৩২। **সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বাবদ ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ২১০৬ বঃমিটারের স্থলে ২১০৬ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ নির্মিত সীমানা প্রাচীর।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
১) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা আনয়নের লক্ষ্যে রংপুরে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা;	১) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা আনয়নের লক্ষ্যে রংপুরে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।
২) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ভবন , একাডেমিক ভবন , ছাত্র-ছাত্রী হল, শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার এবং আসবাবপত্র, বই ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;	২) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ভবন , একাডেমিক ভবন , ছাত্র-ছাত্রী হল , শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার এবং আসবাবপত্র , বই ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩) একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা র জন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা; এবং	৩) একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে; এবং
৪) ১ম পর্যায়ে ২টি অনুষদের আওতায় ১১টি বিভাগ চালু করা।	৪) ১ম পর্যায়ে ২টি অনুষদের আওতায় ১১টি বিভাগ চালু করা হয়েছে।

১০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১১। **প্রকল্পের প্রভাবঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে (ক) উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টিসহ একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; (খ) শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীর আবাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; (গ) উপাচার্য মহোদয়ের বাস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে; (ঘ) এছাড়া ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাডেমিক ও আবাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো, রাস্তা, পানির পাম্প হাউজ, সারফেস ড্রেন, বিদ্যুৎ লাইন, মসজিদ,

গভীর নলকূপ ও সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা র সুযোগ বৃদ্ধিসহ দড়্গা জনবল গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

১৩। সমস্যাঃ

১৩.১। পিসিআর-এর পৃষ্ঠা নং-৫এ চুক্তিমূল্যের কলাম রয়েছে অথচ চুক্তিমূল্য দেখানো হয়নি। ডিপিপি'র সংস্থানের বাইরে অতিরিক্ত অর্থে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কিনা বিষয়টি স্পষ্ট নয়। প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনকালে চুক্তিমূল্যের বিষয়ে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি;

১৩.২। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে;

১৩.৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে;

১৩.৪। প্রকল্পের External অডিট গত ২২-০৯-২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি;

১৩.৫। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৮ মাস পরে (মার্চ,২০১৫-এ), যা কাম্য নয়।

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। পিসিআর-এর পৃষ্ঠা ন-৫এ চুক্তিমূল্যের কলাম রয়েছে অথচ চুক্তিমূল্য দেখানো হয়নি। ডিপিপি'র সংস্থানের বাইরে অতিরিক্ত অর্থে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;

১৪.২। প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৪.৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন;

১৪.৪। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

১৪.৫। প্রকল্পের External অডিট গত ২২-০৯-২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। অডিট প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৪.৬। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৪.৭। অনুচ্ছেদ ১৪.১ হতে ১৪. ৬ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষে পের অগ্রগতি আগামী মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"শেরে বাংলা নগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান ঃ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ঢাকা।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		**প্রকৃত** বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত **ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	অতিক্রান্ত **সময় (মূল** বাস্তবায়নকালের **%)**
মূল	**সর্বশেষ সংশোধিত**		**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট- ৯১২৭.০০ টাকা- ৯১২৭.০০ প্র:সা:- –	মোট- ১০০৩৯.০০ টাকা- ১০০৩৯.০০ প্র:সা:- –	মোট- ১০০৩৯.০০ টাকা- ১০০৩৯.০০ প্র:সা:- –	জুলাই,২০১২ - জুন, ২০১৩	জুলাই,২০১২ - জুন, ২০১৪	জুলাই,২০১২ - জুন, ২০১৪	৯.৯৯%	০১ বছর (৩৩%)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ** সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তায়ন অগ্রগতি ঃ** (সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	**পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ**	**একক**	**সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
			আর্থিক	বাস্তব	**আর্থিক (%)**	বাস্তব **(%)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	বই-পুস্তক ও জার্নাল	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০ (১০০%)	থোক
২.	উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০.০০	৮৩ টি	২০.০০ (১০০%)	৮৩ টি (১০০%)
৩.	এডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি	সংখ্যা	৬.০০	৩০ টি	৬.০০ (১০০%)	৩০ টি (১০০%)
৪.	শিক্ষা সফর	জন	১২৩.০০	১২৩০ জন	১২৩.০০ (১০০%)	১২৩০ জন (১০০%)
৫.	কন্টিনজেন্সি	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০ (১০০%)	থোক

৬.	যানবাহন	সংখ্যা	৫২.০০	২টি (১টি জীপ, ১টি মোটর সাইকেল)	৫২.০০ (১০০%)	২টি (১টি জীপ, ১টি মোটর সাইকেল) (১০০%)
৭.	অফিস ল্যাব ও ফার্ম যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২২৪.৪১	৪৫৫ টি	২২৪.৪১ (১০০%)	৪৫৫ টি (১০০%)
৮.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৩৬.০০	৪৬০৮টি	৩৩৬.০০ (১০০%)	৪৬০৮টি (১০০%)
৯.	জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার স্থাপন	সেট	১০২.৭১	২ সেট	১০২.৭১ (১০০%)	২ সেট (১০০%)
১০.	লিফট্ স্থাপন	সংখ্যা	৩৩.৫০	১টি	৩৩.৫০(১০০%)	১টি (১০০%)
১.	ডিপটিউবওয়েল ও ডিস্ট্রিবিউশান লাইন স্থাপন	সংখ্যা	৮৯.১৫	১টি	৮৯.১৫ (১০০%)	১টি (১০০%)
২.	ভূমি উন্নয়ন	ঘ:মি:	৩৯.৬৯	১০১০০ ঘ:মি:	৩৯.৬৯ (১০০%)	১০১০০ ঘ:মি: (১০০%)
৩.	২তলা বিশিষ্ট ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ (১০ তলা ফাউন্ডেশন)	বঃ মিঃ	১৫৫৬.২৪	৪০৫০ বঃ মিঃ	১৫৫৬.২৪ (১০০%)	৪০৫০ বঃ মিঃ (১০০%)
	ল্যাবরেটরি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (নতুন ৩তলা)	বঃ মিঃ	২৫৭.৪০	১৮০০ বঃ মিঃ	২৫৭.৪০ (১০০%)	১৮০০ বঃ মিঃ (১০০%)
৪.	২তলা বিশিষ্ট টিএসসি কমপেক্সক্স নির্মাণ (৬ তলা ফাউন্ডেশন)	বঃ মিঃ	৬৮৮.১৭	২৫৫০ বঃ মিঃ	৬৮৮.১৭ (১০০%)	২৫৫০ বঃ মিঃ (১০০%)
৫.	৪০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হল নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)	বঃ মিঃ	১৭৩০.৬৬	৬৬০০ বঃ মিঃ	১৭৩০.৬৬ (১০০%)	৬৬০০ বঃ মিঃ (১০০%)
৬.	৪০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্র হল নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)	বঃ মিঃ	১৬৯৪.৬৭	৬৬০০ বঃ মিঃ	১৬৯৪.৬৭ (১০০%)	৬৬০০ বঃ মিঃ (১০০%)
৭.	৪র্থ শ্রেণী স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৪র্থ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৫০১.৫৩	১৫৫০ বঃ মিঃ	৫০১.৫৩ (১০০%)	১৫৫০ বঃ মিঃ (১০০%)
৮.	৩য় শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৪র্থ তলা পর্যন্ত)	বঃ মিঃ	৭২৪.৬১	২৩৫০ বঃ মিঃ	৭২৪.৬১ (১০০%)	২৩৫০ বঃ মিঃ (১০০%)
৯.	অফিসার্স কোয়ার্টারের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ	বঃ মিঃ	৪৩২.০৫	২৮০০ বঃ মিঃ	৪৩২.০৫ (১০০%)	২৮০০ বঃ মিঃ (১০০%)
১০.	শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৬ষ্ঠ তলা	বঃ মিঃ	১১৮০.১১	৩৬৮০ বঃ মিঃ	১১৮০.১১ (১০০%)	৩৬৮০ বঃ মিঃ (১০০%)

	পর্যন্ত্ম)					
১১.	জেনারেটর এবং ট্রান্সফরমার হাউস নির্মাণ	মিঃ	২৪.৯৩	৮০ বঃ মিঃ	২৪.৯৩ (১০০%)	৮০ বঃ মিঃ (১০০%)
১২.	পাম্প হাউস ও ডিপটিউবওয়েল নির্মাণ	মিঃ	৫.৬০	১৫ বঃ মিঃ	৫.৬০ (১০০%)	১৫ বঃ মিঃ (১০০%)
১৩.	পাখি ও প্রাণীদের শেড নির্মাণ	বঃ মিঃ	৪৪.০৭	৩০০ বঃ মিঃ	৪৪.০৭ (১০০%)	৩০০ বঃ মিঃ (১০০%)
১৪.	কেন্দ্রীয় মসজিদের সম্প্রসারণ	বঃ মিঃ	১২২.৫০	৪০০ বঃ মিঃ	১২২.৫০ (১০০%)	৪০০ বঃ মিঃ (১০০%)
১৫.	মন্দির নির্মাণ	মিঃ	১০.০০	৫০ বঃ মিঃ	১০.০০ (১০০%)	৫০ বঃ মিঃ (১০০%)
	মোট=		**১০০৩৯.০০**	-	**১০০৩৯.০০** (১০০%)	

প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৯১২৭.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১০০৩৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় ১০০৩৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০০%।

৬.১ **প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নরূপ :**

১) **বই ও জার্নাল :** এখাতে থোক হিসেবে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী বই কেনা বাবদ বরাদ্দের পূরো অর্থই ব্যয় করা হয়েছে ;

২) **উচ্চতর কৃষি গবেষণা, শিক্ষা মানব সম্পদ, উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ :** এখাতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল এবং ৮৩ জনকে উচ্চতর ডিগ্রী এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য পিএইচডি কোর্স, Operation of Sophisticated laboratory Instruments-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, ইত্যাদি কাজে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় বরা হয়েছে ;

৩) **অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি :** কৃষি সেক্টরে নতুন ও হালানাগাদ তথ্য/বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে ৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং এখাতে ব্যয় হয়েছে ৬.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ;

৪) **শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সফর :** এখাতে বরাদ্দকৃত ১২৩.০০ লক্ষ টাকায় মোট ১২৩০ জন শিক্ষার্থীকে ভারতে শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হয়েছে ;

৫) **কন্টিনজেন্সী :** এখাতে বরাদ্দকৃত ২০.০০ লক্ষ টাকার পূরোটাই আনুষংগিক ব্যয় হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে ;

৬) **যানবাহন :** ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় এখাতে বরাদ্দকৃত ৫২.০০ লক্ষ টাকায় ১ টি জীপ ও ১টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে ;

৭) **অফিস, গবেষণাগার ও খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় :** ডিপিপির সংস্থান মোতাবেক ২২৪.৪১ লক্ষ টাকায় ৪৫৫ টি বিভিন্ন ধরনের অফিস যন্ত্রপাতি, গবেষণাগার যন্ত্রপাতি ও খামার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে ;

৮) **আসবাবপত্র :** এখাতে ৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৬০৮ টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে ;

৯) **সাব-স্টেশন স্থাপন :** এখাতে বরাদ্দের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ৫০০ কেভি ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে ;

১০) **লিফট স্থাপন :** প্রকল্পের আওতায় ৩৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি লিফট সংগ্রহপূর্বক ৬ তলা বিশিষ্ট শিক্ষক কোয়াটার্সে স্থাপন করা হয়েছে ;

১১) **ডীপ টিউব-ওয়েল স্থাপন :** বরাদ্দকৃত ৮৯.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ;

১২) **গবেষণা প্লটের জন্য ভূমি উন্নয়ন,সেচ ব্যবস্থা এবং সৌন্দর্যবর্ধন :**বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মূল একাডেমিক ভবনের সম্মুখ অংশে বিভিন্ন ফসলের (ধান, গম, পাট ইত্যাদি) গবেষণা প্লট তৈরীর জন্য ভূমি উন্নয়ন কাজ, সেচ ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যবর্ধন কাজে মোট ১০১০০ ঘ:মি: আয়তন স্থানে ৩৯.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ;

১৩) **ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ :** প্রকল্পের আওতায় ১৫৫৬.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৪০৫০ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট দেড়তলা একটি ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ;

১৪) **একতলা ল্যাবরেটরী ভবনের ৩ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ :** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৬ তলা ফাউন্ডেশনে ১ তলা বিশিষ্ট বিদ্যমান ল্যাবরেটরী ভবনের উপর ৩ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মোট ১৮০০ ব:মি: নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ২৫৭.৪০ লক্ষ টাকা ;

১৫) **টিএসসি কমপ্লেক্স নির্মাণ :** প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ফাউন্ডেশনে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল ৬৮৮.১৭ লক্ষ টাকা যার পূরোটাই ব্যয় করা হয়েছে ;

১৬) **ছাত্রী হল নির্মাণ :** এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ১৭৩০.৬৬ লক্ষ টাকায় ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৪০০ আসন বিশিষ্ট একটি ৫ তলা ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে ;

১৭) **ছাত্র হল নির্মাণ :** এখাতে বরাদ্দ ছিল ১৬৯৪.৬৭ লক্ষ টাকা এবং এ অর্থে ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ১টি উইং-এ ৫ তলা, অপর উইং এ ২ তলা এবং কিচেন ও ডাইনিং উইং ১ তলা পর্যন্ত ৪০০ আসন বিশিষ্ট ১ টি ছাত্র হল নির্মাণ করা হয়েছে;

১৮) **চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ :** প্রকল্পের আওতায় এখাতে বরাদ্দ ৫০১.৩৩ লক্ষ টাকায় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৪ তলা পর্যন্ত কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারে ৩২ টি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ৩২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর আবাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা যায় ;

১৯) **তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী কোয়ার্টার নির্মাণ :** এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ৭২৪.৬১ লক্ষ টাকায় ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৪ তলা পর্যন্ত কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারে ৩২ টি ইউনিটে ৩২ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা যায় ;

২০) **কর্মকর্তাদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ :**প্রকল্পের আওতায় ১০ তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট বিদ্যমান ৪ তলা ভবনের উপর ৫ম হতে ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারে ২২ জন কর্মকর্তার আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা যায় ;

২১) **শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ :** ডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০ তলা ফাউন্ডেশনে নীচ তলায় কার পার্কিংসহ ৬ তলা পর্যন্ত শিক্ষকদের জন্য কোয়ার্টার নির্মণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০ জন শিক্ষকের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল ১১৮০.১১ লক্ষ টাকা যার পূরোটাই ব্যয় করা হয়েছে ;

২২) **১ তলা জেনারেটর ও ট্রান্সফর্মার হাউজ নির্মাণ :**এখাতে বরাদ্দকৃত ২৪.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮০ ব:মি: আয়তনে ১ তলা একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ;

২৩) **পাম্প হাউজ নির্মাণ :** প্রকল্পের আওতায় ৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩ ব:মি: স্থান সম্বলিত ১টি পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে ;

২৪) **বার্ড ও অ্যানিম্যাল শেড নির্মাণ :**এখাতের ব্যয় বরাদ্দ ৪৪.০৭ লক্ষ টাকায় ১ টি একতলাবিশিষ্ট বার্ড ও অ্যানিম্যাল শেড তৈরী করা হয়েছে ;

২৫) **কেন্দ্রীয় মসজিদ সম্প্রসারণ :** এখাতে বরাদ্দকৃত ১২২.৫০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে তবে মসজিদ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি মর্মে জানা গেছে ; এবং

২৬) **মন্দির নির্মাণ :** প্রকল্পের আওতায় মন্দির নির্মাণের জন্য ১০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয় এবং এ অর্থ ব্যয় করা হয়। তবে মন্দির নির্মাণ কাজও সম্পূর্ণ হয়নি।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি ঃ

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট" বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় ২০০১ সালের ১৫ জুলাই এবং "শেরে বাংলা কৃষি বিশ্বদ্যিালয়" নামে নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানটি উচ্চতর কৃষি শিক্ষার সূতিকাগার হিসেবে এবং অগ্রদূত হিসেবে এ দেশের কৃষি উন্নয়নে ১৯৩৮ সন থেকে কার্যকর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ৮৬.৯৭ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় যে কোন পুরাতন ও স্বনামধন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অপার সম্ভাবনাময় এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন-অপ্রতুল অবকাঠামোগত সুবিধা, অনুন্নত একাডেমিক ব্যবস্থা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতিসহ নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণের ঘাটতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, আবাসিক ও অন্যান্য সমস্যা নিরসন করে উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে মোট ৯১.২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ :

- কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক উচ্চতর কৃষি শিক্ষা পদ্ধতির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কৃষি গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করা ;
- কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা প্রদান (বিএসসি এজি অনার্স, এমএস, পিএইচডি শ্রেণীতে), গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলসমূহ কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উচ্চমানের দক্ষ প্রযুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক লোকবল গড়ে তোলা ;
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং অধিকহারে কৃষি নির্ভর শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষার মান উন্নয়ন করা;
- ফসল খাত, প্রাণীসম্পদ (পশুপালন, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য) খাত, কৃষি, ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা খাত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ;
- পরিবর্তনশীল ও পীড়নজনিত পরিবেশ মোকাবিলার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণাগার স্থাপন, পাঠদান কক্ষ তৈরী, পানীয় জলের সুযোগ সৃষ্টি, সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শিক্ষা বিষয়ক অফিস ও ফ্যাকাল্টি তৈরী, ছাত্রীদের আবাসিক হল নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক তার এবং পাওয়ার হাউস স্থাপন করা;
- উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বই-পুস্তক এবং জার্নাল ক্রয়, সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা সফরের সুযোগ-সৃষ্টি এবং ধর্মীয় প্রার্থনার সৃষ্টি করা ; এবং
- গবেষণাগার, খামার ও অফিসের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, যানবাহন ক্রয় এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোসহ সহযোগী লোকবলের আবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ছিল ছাত্রী হল নির্মাণ, গবেষণা প্লটের জন্য ভূমি উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা, ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ, ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ, টিএমসি কমপ্লেক্স নির্মাণ, গবেষণা, অফিস এবং খামার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বই-পুস্তক ও জার্নাল সংগ্রহ, উচ্চতর কৃষি গবেষণা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আবাসিক ভবন নির্মাণ, ইত্যাদি।

৮। অনুমোদন পর্যায়ঃ

গত ২৩.০৯.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ লাভ করে। গত ০২.১১.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মোট ৯১২৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় গত ২৭.০২.২০১১ তারিখে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধিপূর্বক মোট ১০০৩৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মেয়াদকাল ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করে সংশোধন করা হয় যার প্রশাসনিক আদেশ ২০.০২.২০১৩ তারিখে জারী করা হয়।

৯। প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচাতে বরাদ্দ ও অগ্রগতি		অর্থ ছাড়	বছর ভিত্তিক ব্যয় ও বাস্ত্মব অগ্রগতি	
	মোট	টাকা		মোট	টাকা
২০১০-২০১১	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
২০১১-২০১২	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০
২০১২-২০১৩	৩৩৫০.০০	৩৩৫০.০০	৩৩৫০.০০	৩৩৫০.০০	৩৩৫০.০০
২০১৩-২০১৪	৪৫৮৯.০০	৪৫৮৯.০০	৪৫৮৯.০০	৪৫৮৯.০০	৪৫৮৯.০০
মোট=	১০০৩৯.০০	১০০৩৯.০০	১০০৩৯.০০	১০০৩৯.০০	১০০৩৯.০০

১০। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ প্রকল্পের শুরম্ন হতে সমাপ্তি পর্যন্ত্ম নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা "প্রকল্প পরিচালক"-এর দায়িত্ব পালন করেন:

ক্র:নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১)	অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন আহমেদ, Agricultural Botany Department, শেরে বাংলা নগর বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক	০১.০৭.২০১০	৩০.০৬.২০১৪	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১১। পকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরাতে অজন ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১) কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক উচ্চতর কৃষি শিক্ষা পদ্ধতির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কৃষি গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করা ;	১) কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক উচ্চতর কৃষি শিক্ষা পদ্ধতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পন্ন উচ্চমানের দক্ষ কৃষি গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ;
২) কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা প্রদান (বিএসসি এজি অনার্স, এমএস, পিএইচডি শ্রেণীতে), গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলসমূহ কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উচ্চমানের দক্ষ প্রযুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক লোকবল গড়ে তোলা ;	২) কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা প্রদান (বি এসসি এজি অনার্স, এম এস ও পিএইচডি শ্রেণীতে), গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলসমূহ কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উচ্চমানের দক্ষ প্রযুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক লোকবল গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে এবং দেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যার সংকট নিরসনে এ প্রকল্প যথাযথ ভূমিকা রাখছে ;

৩) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং অধিকহারে কৃষি নির্ভর শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষার মান উন্নয়ন করা;	৩) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং অধিক হারে কৃষি নির্ভর শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষা মান উন্নীত হচ্ছে ;
৪) ফসল খাত, প্রাণীসম্পদ (পশুপালন, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য) খাত, কৃষি, ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা খাত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ;	৪) ফসল খাত, প্রাণি সম্পদ (পশুপালন, হাসমুরগী ও মৎস্য) খাত, কৃষি ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা খাতকে উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। সর্বোপরি দেশের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে ;
৫) পরিবর্তনশীল ও পীড়নজনিত পরিবেশ মোকাবিলার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টি করা;	৫) পরিবর্তনশীল পরিবেশ এবং পীড়ণজনিত পরিবেশকে মোকাবেলার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা পরবর্তীতে পরিবেশকে মোকাবেলা করে নতুন পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে ;
৬) শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণাগার স্থাপন, পাঠদান কক্ষ তৈরী, পানীয় জলের সুযোগ সৃষ্টি, সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শিক্ষা বিষয়ক অফিস ও ফ্যাকাল্টি তৈরী, ছাত্রীদের আবাসিক হল নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক তার এবং পাওয়ার হাউস স্থাপন করা;	৬) শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণাগার স্থাপন, পাঠদান কক্ষ তৈরী, পানীয় জলের সুযোগ সৃষ্টি, সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শিক্ষা বিষয়ক অফিস ও ফ্যাকাল্টি তৈরী, প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ভবন, ছাত্র- ছাত্রীদের আবাসিক হল নির্মাণ, শিক্ষক - কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাসভবন, টিএসসি ভবন, বৈদ্যুতিক সুবিধা সৃষ্টি, ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক তার স্থাপন এবং পাওয়ার হাউজ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে ;
৭) উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বই-পুস্তক এবং জার্নাল ক্রয়, সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা সফরের সুযোগ-সৃষ্টি এবং ধর্মীয় প্রার্থনার সৃষ্টি করা ; এবং	৭) উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বই পুস্তক ও জার্নাল ক্রয়, সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা সফরের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ধর্মীয় প্রার্থনার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে ; এবং
৮) গবেষণাগার, খামার ও অফিসের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, যানবাহন ক্রয় এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোসহ সহযোগী লোকবলের আবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা।	৮) গবেষণাগার, খামার ও অফিসের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও যানবাহন ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

১২। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ

প্রকল্পের আওতায় ফ্যাকাল্টি ভবন ও TSC ভবনসহ কতিপয় নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে।

১৩। মল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) ঃ মল্যায়ন পতিবেদনটি পণয়নে নিমোক্ত পদ্ধতিসমহ অনসরণ করা হয়েছে :

ক) ডিপিপি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত Project Completion Report (PCR) পর্যালোচনা;

গ) PEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং

ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। মনিটরিং ঃ

বিবেচ্য প্রকল্পটি চলাকালীন আইএমইডি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত সমস্যা নিরসনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মর্মে জানা গেছে।

১৫। অডিট সম্পর্কিত তথ্য ঃ

প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর কোন ধরনের অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে জানা গেছে।

১৬। প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

গত ১১.০২.২০১৫ বিবেচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশিস্নষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত অবকাঠামো নির্মাণ কাজের মধ্যে উলেস্নখযোগ্য হল ঃ ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ, ছাত্র/ছাত্রী হল নির্মাণ, টিএসসি ভবন নির্মাণ, শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ, মসজিদ ও মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি। নির্মিত স্থাপনাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

১৬.১ ফ্যাকাল্টি ভবন ঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি-তে ১৫৫৬.২৪ টাকা ব্যয়ে ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৪০৫০ বর্গমিটার আয়তনবিশিষ্ট ২ তলা ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মাণ করার সংস্থান ছিল। অর্থাৎ প্রতি তলায় ২০২৫ বর্গমিটার আয়তনে ভবনটি নির্মাণ করার কথা কিন্তু ভবিষ্যৎ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সম্ভাব্য সকল সুযোগ সুবিধা সন্নিবেশ করে ৩ টি অনুষদের জন্য স্থান সংকুলান করার লক্ষ্যে ভবনের আয়তন বৃদ্ধিপূর্বক ২৮৩৮ বর্গমিটার আয়তনে ফ্যাকাল্টি ভবনের ১ম তলা নির্মাণ করা হয় এবং অনুমোদিত মোট ৪০৫০ বর্গমিটারের বাকী ১২১২ বর্গমিটার আয়তনে দ্বিতীয় তলার আংশিক নির্মাণ করা হয়। এতে করে ভবনটি দুই তলার পরিবর্তে দেড় তলা নির্মিত হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়েছে । পরবর্তীতে আরেকটি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দ্বিতীয় তলার বাকী অংশ নির্মাণ করা হবে বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেছেন।

ভবনটি বর্তমান প্রকল্পের আওতায় দেড় তলা নির্মিত হলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)-এ ফ্যাকাল্টি ভবন ২ তলা নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কোন যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়নি।



চিত্র : ফ্যাকাল্টি ভবনের অর্ধনির্মিত দোতলা



চিত্র : ফ্যাকাল্টি ভবনের অভ্যন্তর

১৬.২ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণপূর্বক "মেসার্স এম রহমান এন্টারপ্রাইজ" শীর্ষক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং ১৫৫০.২৪ লক্ষ টাকায় ০১ (এক) বছর মেয়াদে কার্য সম্পাদনের জন্য ৩১.০৩.২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

১৬.৩ কৃষক রত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ ঃ

সংশোধিত DPP-তে ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৬৬০০ বঃমিঃ আয়তনে ৫ তলাবিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল (কৃষক রত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রী হল) নির্মাণ করার সংস্থান রাখা হয়েছিল। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অবলম্বনে মেসার্স এম রহমান এন্টারপ্রাইজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ১৭৩০.৬৬ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যেই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটি ৪০০ জন ছাত্রী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। ভবনটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে, ভবনটির ডিজাইন দৃষ্টি নন্দন তবে রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ধারণক্ষমতা ৪০০ জন হলেও বর্তমানে বসবাসরত ছাত্রীর সংখ্যা ৪০০ জনের অধিক। কারণ নির্ধারিত কক্ষসমূহের আসন বরাদ্দ করার পরও ধারণক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রীদের জন্য হলের কমনরুমের মেঝেতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়সংখ্যক অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ করার পূর্বেই ধারণক্ষমতার বাইরে ছাত্রীদের আসন বরাদ্দ করার বিষয়টি যথাযথ হয়নি বলে অনুভূত হয়। বিষয়টি কিছুটা অমানবিক ও দৃষ্টিকটু এবং এর ফলে পরিবেশ বেশ অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিচ্ছন্ন মনে হয়েছে।



চিত্র : কৃষক রত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রী হল



চিত্র : ছাত্রী হলের কমনরুমে অতিরিক্ত ছাত্রীদের মেঝেতে থাকার ব্যবস্থা

১৬.৪ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ছাত্র হল নির্মাণ ঃ

সংশোধিত DPP-তে ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ২ টি উইং এবং ৫ তলা ফাউন্ডেশনে কিচেন ও ডাইনিং সুবিধাসহ ১টি উইং রেখে ছাত্র হল (নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ছাত্র হল) টির ডিজাইন করা হয়। ভবনটির অনুমোদিত আয়তন ৬৬০০ বঃমিঃ এবং ৪০০ জন ছাত্র ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট। পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে, ছাত্র হলের ১ টি উইং এর ৫ তলা, অপর উইংটির ২ তলা এবং কিচেন ও ডাইনিং এর ১ তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে মেসার্স এম রহমান এন্টারপ্রাইজ এবং পাবিশ ট্রেড সিস্টেম লিঃ-কে গত ২৯.১২.২০১২ তারিখে ১৬,৯০,২৩,৯১১.৮৩ টাকায় নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি-তে সংস্থানকৃত ১৬৯৪.৬৭ লক্ষ টাকায় ৬৬০০ বঃমিটারের মধ্যে সীমিত রেখে এ ভবনের কাজ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখেই ছাত্রহলের জন্য স্থান নির্বাচন যথাযথ হয়নি মর্মে অনুভূত হয়েছে।

১৬.৫ ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৬ তলা বিশিষ্ট শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ ঃ

১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৩৬৮০ বঃমিঃ আয়তনে নীচতলা কার পার্কিং এর ব্যবস্থা রেখে ৬ তলা পর্যন্ত শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে ২০টি ইউনিট রাখা হয়েছে এবং তদনুযায়ী ২০ জন শিক্ষকের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মেসার্স এম রহমান এন্টারপ্রাইজকে গত ১৪.১০.২০১২ তারিখে মোট ১১,৬৭,৮৩,২২৩,১৭ টাকায় কার্যাদেশ দেয়া হয়। ভবনটি পরিদর্শকালে নির্মাণ কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৬.৬ Teacher Student Complex (TSC) ভবন নির্মাণ ঃ

সংশোধিত DPP-তে TSC হিসেবে ৬ তলা ফাউন্ডেশনে ২ তলা ভবন নির্মাণ করার সংস্থান রাখা হয়েছে। সে মোতাবেক ২৫৫০ বঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট TSC ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উম্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে মেসার্স এম রহমান এন্টারপ্রাইজ শীর্ষক প্রতিষ্ঠানকে ভবন নির্মাণের জন্য ০৬.০৩.২০১৪ তারিখে ৬৭,৩৭২,৩২৩.৬০ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী ভবনটির ভেতরে জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়াসহ অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা রাখার কথা থাকলেও পরিদর্শনে দেখা গেছে, ভবনটির উলিস্নখিত কাজগুলো এখনও সম্পন্ন করা হয়নি অর্থাৎ জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। অর্থাৎ এ ভবনের কাজ অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির সমাপ্তিকাল ৩০ জুন, ২০১৪ নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ০৬.০৩.২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাস পূর্বে। এ বিলম্বের হেতু স্পষ্ট নয়। অপরদিকে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ সকল সুবিধাদি (জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া, ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬.৭ অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ ঃ

দশ তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট ইতোপূর্বে বিদ্যমান চতুর্থ তলা অফিসার্স কোয়ার্টার ভবনটিতে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় বাকী ৬ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ভবনে মোট ২২ জন কর্মকর্তার জন্য আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে।

১৭। বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু অবকাঠামো নির্মাণ কাজ যেমন- TSC ভবন, ফ্যাকাল্টি ভবন, মসজিদ/মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ আংশিক অসম্পূর্ণ রয়েছে, কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয়িত হয়েছে। নির্মাণের অসম্পূর্ণতার কারণে শিক্ষার্থী/শিক্ষক উভয়েই ভবনগুলোর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অপরদিকে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)–এ উল্লিখিত স্থাপনাগুলোর কাজ পূরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে ;

১৭.২ প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ মাসে সমাপ্তির জন্য পূর্ব-নির্ধারিত ছিল কিন্তু প্রকল্পের আওতায় TSC ভবন নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ০৬.০৩.২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাস পূর্বে। এত দেরীতে কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এর ফলে TSC ভবনে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি যেমন-জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি ;

১৭.৩ কৃষকরত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রী হলে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রীর কমনরুমের মেঝেতে আবাসনের ব্যবস্থা যথেষ্ট অমানবিক ও অস্বাস্থ্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৭.৪ প্রকল্পের আওতায় সার্বিক নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়না মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রী হলটি রক্ষণাবেক্ষণে অযত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে যার ফলে ইতোমধ্যেই ভবনটি কিছুটা জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত হয়েছে;

১৭.৫ প্রকল্পটি চলাকালীন এবং সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পটির কোন অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি।

১৮। সুপারিশ :

১৮.১ বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয়িত হওয়ার পরও TSC ভবন, মসজিদ/মন্দির ইত্যাদি ভবন নির্মাণ অসমাপ্ত থাকায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রম ঘটেছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে ;

১৮.২ TSC ভবন নির্মাণের জন্য বিলম্বে দরপত্র আহবানের বিষয়টিও মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে ;

১৮.৩ কৃষকরত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রী হলের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রীদের আবাসনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা আবশ্যক। এর জন্য হলের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপযোগী ব্যবস্থা যথাশীঘ্র গ্রহণ করা যেতে পারে ;

১৮.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ; এবং

১৮.৫ প্রকল্পের অডিট কাজ সম্পাদনের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অডিট সম্পন্ন করার পর অডিট প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

"যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন(১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প।

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ যশোর সদর, যশোর

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল **মোট** টাকা **প্রঃসাঃ**	সর্বশেষ সংশোধিত **মোট** টাকা **প্রঃসাঃ**		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৮৫০.০০ ৩৮৫০.০০ --	৪২৩৪.০০ ৪২৩৪.০০ --	৪২৩১.১৩	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	৩৮৪.০০ (১০%)	১ বছর (৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃ মিঃ	১২১.৬০	৬২২৫৭ ঘঃ মিঃ	১২০.৩৯ (৯৯%)	৬২২৫৭ ঘঃমিঃ (১০০%)
০২.	বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় তলা হতে ৫ম তলা)	বঃ মিঃ	১০৯৯.০০	৬৮৯০ বঃ মিঃ	১০৯৮.৬৮ (৯৯.৯৭%)	৬৮৯০ বঃ মিঃ (১০০%)
০৩.	বিদ্যমান ছাত্র হলের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১৩২ জনের সংস্থান)	বঃ মিঃ	৩৪৯.০০	১৭৫২ বঃ মিঃ	৩৪৮.৫৪ (৯৯.৮৬%)	১৭৫২ বঃ মিঃ (১০০%)
০৪.	বিদ্যমান ছাত্রী হলের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২য় তলা হতে ৫ম তলা, ৬২০ জনের সংস্থান)	বঃ মিঃ	১৪৩৫.০০	৮৭৪৬ বঃ মিঃ	১৪৩৫.০০ (১০০%)	৮৭৪৬ বঃ মিঃ (১০০%)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৫.	ভিসির অফিস কাম বাসভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	বঃ মিঃ	৩০.০০	৭৬০ বঃ মিঃ	২৯.৮৮ (৯৯.৬০%)	৭৬০ বঃ মিঃ (১০০%)
০৬.	বিদ্যমান শিক্ষক/কর্মকর্তা ডরমেটরীর ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৪ ইউনিট)	বঃ মিঃ	৮৬.২৫	৫২৫ বঃ মিঃ	৮৬.১৬ (৯৯.৮৯%)	৫২৫ বঃ মিঃ (১০০%)
০৭.	বিদ্যমান কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার ২য় তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	বঃ মিঃ	৬৯.৩৮	৩৮৫ বঃ মিঃ	৬৯.২৪ (৯৯.৭৯%)	৩৮৫ বঃ মিঃ (১০০%)
০৮.	কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ	বঃ মিঃ	২৫.০০	৬০৪ বঃ মিঃ	২৪.৮৭ (৯৯.৪৮%)	৬০৪ বঃ মিঃ (১০০%)
০৯.	বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	রাঃ মিঃ	১৪২.৫০	১১০০ রাঃ মিঃ	১৪২.৩৮ (৯৯.৯৮%)	১১০০ রাঃ মিঃ (১০০%)
১০.	অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ	বঃ মিঃ	২২৯.৭৫	১৩৪৭৮ বঃ মিঃ	২২৯.৬৬ (৯৯.৯৬%)	১৩৪৭৮ বঃ মিঃ (১০০%)
১১.	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি/ল্যাব যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল	৩৯৫টি	২৩৮.২৬	৩৯৫টি	২৩৮.২৬ (১০০%)	৩৯৫টি (১০০%)
১২.	আসবাবপত্র (একাডেমিক ভবন, হল ও ভিসি অফিসের জন্য)	৪৮৪০টি	২২০.০০	৪৮৪০টি	২২০.০০ (১০০%)	৪৮৪০টি (১০০%)
১৩.	স্টেশনারী	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৪.	বই ও জার্নাল	থোক	৪৮.০০	থোক	৪৮.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৫.	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	রাঃ মিঃ	৫০.০০	১০২৪ রাঃ মিঃ	৪৯.৯৫ (৯৯.৯৯)	১০২৪ রাঃ মিঃ (১০০%)
১৬.	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ	থোক	২৯.২৬	থোক	২৯.২৫ (৯৯.৯৬%)	থোক (১০০%)
১৭.	পানি সরবরাহ	থোক	১০.০০	থোক	৯.৮৭ (৯৮.৭০%)	থোক (১০০%)
১৮.	বহিঃবিদ্যুতায়ন ও টেলিফোন	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৯.	কনটিনজেন্সী	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
	মোট =		**৪২৩৪.০০**	**(১০০%)**	**৪২৩১.১৩ (৯৯.৯৩%)**	**(১০০%)**

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৩৮৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী,২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প ব্যয় ১০% বৃদ্ধিপূর্বক এর মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন,২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৪২৩৪.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় যার মধ্যে ৪২৩১.১৩ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৩%) ব্যয় হয়েছে এবং অব্যয়িত ২.৮৭ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৩% এবং প্রকল্পের বাস্ত অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। **পটভূমিঃ** শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালে বৃহত্তর ১২ টি পুরাতন জেলায় ১২ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আইন ১৫ জুলাই ২০০১ সংসদে পাশ হয়। বৃহত্তর যশোর জেলার "যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়" নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আইন একই তারিখে পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে বাংলাদেশ ২০০০ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৩/২০০৫ সালে প্রি-একনেক এর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩৯.১৯ কোটি ৮০ হাজার টাকার সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ২২/০২/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৩৩.১৯ কোটি ৮০ হাজার টাকার "যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু বাজার মূল্যের উর্দ্ধগতি, রেট শিডিউল পরিবর্তন, ভবন নির্মাণে মাটির পাইলিং এর কাজ যুক্ত হওযায় ও ভূমি অধিগ্রহণের মূল্য পরিবর্তন হওয়ায় সংশোধিত ডিপিপি ৫৮৪২.০০ লক্ষ টাকায় ২৮/০৫/২০০৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটি ৩০/০৬/২০১০ ইং তারিখ সমাপ্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি যশোর শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ও পল্লী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় শিক্ষক/শিক্ষা র্থীদের যাতায়াত ও বাসস্থানের সমস্যার সৃষ্টি হয়। "যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও একাডেমিক, আবাসিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য ৩৮৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত "যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন -১ম পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৪/১/২০১১ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় যার বিনিয়োগ ব্যয় ৪২৩৪.০০ লক্ষ টাকা এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮/৭/২০১৩ ইং তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। "যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন -১ম পর্যায় (সংশোধিত)" প্রকল্পটি গত ৩০/৬/২০১৪ ইং তারিখে সমাপ্ত হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) দেশের মানব-সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

(খ) একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন এবং উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা;

(গ) দেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৮৫০.০০ লক্ষ টাকা (পুরোটাই জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প ব্যয় ১০% বৃদ্ধিপূর্বক মোট প্রাক্কলিত ব্যয ৪২৩৪.০০ লক্ষ টাকায় মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন,২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলো হলো- বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় তলা হতে ৫ম তলা), বিদ্যমান ছাত্র হলের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বিদ্যমান ছাত্রী হলের ৫ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২য় তলা হতে ৫ম তলা), ভিসির অফিস কাম বাসভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, বিদ্যমান শিক্ষক/কর্মকর্তা ডরমিটরীর ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৪ ইউনিট), বিদ্যমান কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার ২য় তলা

উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি/ল্যাব যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল , আসবাবপত্র (একাডেমিক ভবন , হল ও ভিসি অফিসের জন্য), স্টেশনারী, বই ও জার্নাল , সারফেস ড্রেন নির্মাণ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ, পানি সরবরাহ, বহিঃবিদ্যুতায়ন ও টেলিফোন ইত্যাদি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব পরিতোষ কুমার বিশ্বাস পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	১২-০৯-২০১১	৩০-০৬-২০১৪	পূর্নকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ২০-০৩-২০১৫ তারিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ড্রইং ও ডিজাইন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪২৩৪.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৪২৩১.১৩ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৩%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১০-১১	১৫০.০০	১৫০.০০	--	১০০%	১৫০.০০	১৫০.০০	--	১০০%
২০১১-১২	১৩০০.০০	১৩০০.০০	--	১০০%	১৩০০.০০	১৩০০.০০	--	১০০%
২০১২-১৩	১৩৬৫.০০	১৩৬৫.০০	--	১০০%	১৩৬৫.০০	১৩৬৫.০০	--	১০০%
২০১৩-২০১৪	১৪১৯.০০	১৪১৯.০০	-	১০০%	১৪১৬.১৩	১৪১৬.১৩	--	১০০%
মোট	**৪২৩৪.০০**	**৪২৩৪.০০**	**--**	**১০০%**	**৪২৩১.১৩**	**৪২৩১.১৩ (৯৯.৯৩%)**	**--**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ **ভূমি উন্নয়ন** : ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন বাবদ ১২১.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২০.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ৬২২৫৭ ঘন মিটার ভুমির বিপরীতে ৬২২৫৭ ঘন মিটার ভূমিই উন্নয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২ **বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় তলা হতে ৫ম তলা) :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন বাবদ ১০৯৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০৯৮.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% এবং বাস্তবে ৬৮৯০ বঃমিটারের স্থলে ৬৮৯০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। তবে একাডেমিক ভবনের ৫ম তলার কিছু কিছু দেয়ালে ছোট ছোট ফাটল লক্ষ্যনীয় ছিল যা অনতিবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন।



চিত্রঃ বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় তলা হতে ৫ম তলা)





চিত্রঃ বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ৫ম তলার দেয়ালে ফাটলের চিত্র।

৮.২.৩ **বিদ্যমান ছাত্র হলের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যমান ছাত্র হলের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বাবদ ৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪৮.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৬% এবং বাস্তবে ১৭৫২ বঃমিটারের স্থলে ১৭৫২ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



চিত্রঃ বিদ্যমান ছাত্র হলের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

৮.২.৪ **বিদ্যমান ছাত্রী হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২য় তলা হতে ৫ম তলা) :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যমান ছাত্রী হলের ২য় তলা হতে ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বাবদ ১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৮৭৪৬ বঃমিটারের স্থলে ৮৭৪৬ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ বিদ্যমান ছাত্রী হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২য় তলা হতে ৫ম তলা)

৮.২.৫ **ভিসির অফিস কাম বাসভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভিসির অফিস কাম বাসভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৯.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬০% এবং বাস্তবে ৭৬০ বঃমিটারের স্থলে ৭৬০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ ভিসির অফিস কাম বাসভবনের চিত্র।

৮.২.৬ **বিদ্যমান শিক্ষক/কর্মকর্তা ডরমেটরীর ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৪ ইউনিট) :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যমান শিক্ষক/কর্মকর্তা ডরমেটরীর ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বাবদ ৮৬.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৬.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৯% এবং বাস্তবে ৫২৫ বঃমিটারের স্থলে ৫২৫ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।



চিত্রঃ বিদ্যমান শিক্ষক/কর্মকর্তা ডরমেটরীর ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৪ ইউনিট)

৮.২.৭ **বিদ্যমান কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার ২য় তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যমান কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার ২য় তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বাবদ ৬৯.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৯.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৯% এবং বাস্তবে ৩৮৫ বঃমিটারের স্থলে ৩৮৫ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮ **কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৪.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৮% এবং বাস্তবে ৬০৪ বর্গ মিটারের স্থলে ৬০৪ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। তবে ওজু খানা, বাথরুম অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে।



চিত্রঃ নির্মিত কেন্দ্রীয় মসজিদ ।

৮.২.৯ **বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ বাবদ ১৪২.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪২.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯১% এবং বাস্তবে ১১০০ রাঃ মিঃ স্থলে ১১০০ রাঃ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ নির্মিত বাউন্ডারী ওয়ালের একাংশ।

৮.২.১০ **অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ বাবদ ২২৯.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২৯.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৬% এবং বাস্তবে ১৩৪৭৮ বর্গ মিটারের স্থলে ১৩৪৭৮ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।





চিত্রঃ অভ্যন্তরীন রাস্তার কিছু অংশ।

৮.২.১১ **বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি /ল্যাব যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি /ল্যাব যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল বাবদ ২৩৮.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৩৮.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৩৯৫টি 'র স্থলে ৩৯৫টিই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১২ **আসবাবপত্র (একাডেমিক ভবন, হল ও ভিসি অফিসের জন্য) :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র বাবদ ২২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তবে ৪৮৪০টি 'র স্থলে ৪৮৪০টিই ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৩ **স্টেশনারী :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টেশনারী বাবদ ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৪ **বই ও জার্নাল :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বই ও জার্নাল বাবদ ৪৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৫ **সারফেস ড্রেন নির্মাণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সারফেস ড্রেন নির্মাণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% এবং বাস্তবে ১০২৪ রানিং মিটারের স্থলে ১০২৪ রানিং মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৬ **কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ বাবদ ২৯.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৯.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।



চিত্রঃ নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

৮.২.১৭ **পানি সরবরাহ লাইন:** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পানি সরবরাহ লাইন বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৭৭% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৮ **বহিঃবিদ্যুতায়ন ও টেলিফোন :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বহিঃবিদ্যুতায়ন ও টেলিফোন বাবদ ১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৯ **কনটিনজেন্সী :** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কনটিনজেন্সী বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) দেশের মানব-সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা;	(ক) দেশের মানব-সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে, মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।
(খ) একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন এবং উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা;	(খ) একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন এবং উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;
(গ) দেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগের জন্য উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী করা।	(গ) দেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগের জন্য উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১১। প্রকল্পের প্রভাবঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে (ক) শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি ও উন্নয়ন হয়েছে; (খ) শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীর আবাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; (গ) উপাচার্য মহোদয়ের বাস ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে; (ঘ) এছাড়া ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাডেমিক ও আবাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো, রাস্তা, পানির পাইপ লাইন, সারফেস ড্রেন, বিদ্যুৎ লাইন, শহীদ মিনার, প্রধান ফটক ও সীমানা প্রাচীরসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা র সুযোগ বৃদ্ধিসহ দড়া জনবল গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

১৩। সমস্যাঃ

১৩.১। ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি যদিও ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলস্বরুপ প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করতে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ের বিলম্ব হয়েছে;

১৩.২। বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৫ম তলার দেয়ালে ছোট ছোট ফাটল দেখা গেছে যা প্রকল্প সমাপ্তির এক বছরের ব্যবধানে কাম্য নয়। প্রকল্পের আওতায় সার্বিক নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়না মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মসজিদ ও ছাত্র হলটিতে রক্ষণাবেক্ষণে অযত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে;

১৩.৩। বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৯তলা ভিত থাকা সত্ত্বেও ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের এ চাপ সংকুলান সম্ভব হচ্ছেনা মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে;

১৩.৪। প্রকল্পের External অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৪.২। বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৫ম তলার দেয়ালে ছোট ছোট ফাটল অনতিবিলম্বে মেরামত এবং ছাত্র - ছাত্রী হলের ইউটিলিটি সুবিধা বৃদ্ধিসহ নিয়মিতভাবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সহ মেরামত ও সংস্কারের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪.৩। বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ভিত ৯তলা রয়েছে মর্মে জানা গেছে । অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের চাপ মোকাবেলার জন্য নতুন বিভাগ খোলার পরিকল্পনাও বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে মর্মে জানা যায়। সে লক্ষ্যে ৯তলা ভিত বিশিষ্ট বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা যথাশীঘ্র গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৪.৪। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

১৪.৫। সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রু ত External Audit সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট এর প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১৪.৬। অনুচ্ছেদ ১৪.১ হতে ১৩.৫ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Identifying and Developing the Management techniques of suitable forest tree species of agro ecological zones using climate change scenarios for Bangladesh"

শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর,২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয় ।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ইউএসডিএ অনুদান)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল (মেয়াদ বৃদ্ধি)	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (ইউএসডিএ অনুদান)	সর্বশেষ সংশোধিত (ইউএসডিএ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৯.৫৩	--	১৪৯.৫৩	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০০৯	জুলাই,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,১৩	জুলাই,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,১৩	--	৪ বছর ৬ মাস (১৫০%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	**পরিমাণ/সংখ্যা**	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	জনবল	১০ জন	৪৭.৭৭	১০ জন	৪৭.৭৭ (১০০%)	১০ জন (১০০%)
০২.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৬.০০	থোক	১৫.৯৮ (৯৯.৮৭%)	(১০০%)
০৩.	মূলধন ব্যয়	প্যাক	৪১.৪১	প্যাক	৪১.৪১ (১০০%)	(১০০%)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	**পরিমাণ/সংখ্যা**	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৪.	পরিবহণ ব্যয়	থোক	০.১৫	থোক	০.১৫ (১০০%)	(১০০%)
০৫.	ভাড়া	--	--	--	--	--
০৬.	কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিস	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)	(১০০%)
০৭.	সাপ্লাইস এন্ড মেটারিয়ালস	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০ (১০০%)	(১০০%)
০৮.	পরোক্ষ ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯ (৯৯.৮০%)	(১০০%)
০৯.	নমুনা সংগ্রহ	থোক	১২.০০	থোক	১১.৯৭ (৯৯.৭৫%)	(১০০%)
১০.	বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচ	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৫০ (১০০%)	(১০০%)
১১.	বিবিধ	থোক	১৫.৭০	থোক	১৫.৭৫ (১০০.৩১%)	(১০০%)
	মোটঃ		১৪৯.৫৩		১৪৯.৫৩ (১০০%)	(১০০%)

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয়, যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং অঙ্গভিত্তিক কাজের সম্পূণটিই করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৬.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। পটভূমিঃ

বাংলাদেশের ভূমির মূলতঃ কৃষিতে ৬৪.২% এবং বনভূমিতে ১৭.৮% ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামীণ বন ও সরকারী বনাঞ্চলসমূহ বাংলাদেশের কাঠ ও জ্বালানীর মূল উৎস। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে কাঠের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষ কর্তন, বনাঞ্চলে আগুন, জুম চাষাবাদ এবং ভূমি ক্ষয়ের ফলে অনেক স্থানই বৃক্ষশুন্য হয়ে পড়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে প্রাকৃতিক দূর্যো গ যেমন- বন্যা, খরা, ঘূর্নিঝড় এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দেশের উন্নয়ন প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের বিনিয়োগ এর স্থায়ীত্ব রক্ষা করা জরুরী হয়ে পড়েছে এবং জলবায়ু , প্রানী ও উদ্ভিদের জন্য মূল নিয়ন্ত্রক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর মতে, "প্রতি দশকে ১.৫° সেঃ জলবায়ুতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদ তার স্বীয় উপযোগী স্থান ত্যাগ করে ৫০ থেকে ৮০ কিঃ মিঃ শীতলতায় দিকে অথবা ৪০ থেকে ৫৫ মিঃ উচ্চতায় নিজেদের উপযোগী স্থান বেছে নিবে "। এ প্রেক্ষাপটে জলবা য়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বড় ধরনের পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে , এখনই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সঠিক বৃক্ষের ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ইউএসডিএর আর্থিক অনুদানে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

- বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বন বৃক্ষরাজির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের (২০৫০-২১০০ পর্যন্ত) সাথে খাপ খাওয়ানো বন বৃক্ষরাজির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত মানচিত্র প্রণয়ন;

- বাংলাদেশের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বন বৃক্ষরাজির বর্তমান অবস্থা এবং তাদের প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে উঠার (Natural Regeneration) বিষয়টি নিরূপন করা;
- অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের ভুমন্ডলের বাইরে থেকে আগত (Invaded Naturally) বৃক্ষরাজির চিহ্নিতকরণ ; এবং
- দেশী-বিদেশী বীজ হতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বীজের উৎস চিহ্নিত করণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ইউএসডিএর অনুদান সহায়তায় মোট ১৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন,২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম দফায় (১ বছর) জুন,২০১০ পর্যন্ত, ২য় দফায় (২ বছর) জুন,২০১২ পর্যন্ত এবং ৩য় দফায় (দেড় বছর) অর্থাৎ ডিসেম্বর,২০১৩ পযর্ন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছেঃ জনবল, ভ্রমন ব্যয়, মুলধন ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, ভাড়া, কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিস, সাপ্লাইস এন্ড মেটারিয়ালস, পরোক্ষ ব্যয়, নমুনা সংগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচ, বিবিধ ইত্যাদি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	ড. মোহাম্মদ আল-আমিন প্রফেসর, বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	০১-০৭-২০০৬	৩১-১২-২০১৩	পূর্ণকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম ১১-০৪-২০১৫ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) টিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) SPEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০০৬-০৭	৩৩.৫৪	-	৩৩.৫৪	২৫%	৩৩.৫৪	-	৩৩.৫৪	২৫%
২০০৭-০৮	১৭.৩৪	-	১৭.৩৪	১০%	১৭.৩৪	-	১৭.৩৪	১০%
২০০৮-০৯	১৫.২৮	-	১৫.২৮	১০%	১৫.২৮	-	১৫.২৮	১০%
২০০৯-১০	১৫.৪২	-	১৫.৪২	১০%	১৫.৪২	-	১৫.৪২	১০%
২০১০-১১	১৪.৪৮	-	১৪.৪৮	১৫%	১৪.৪৮	-	১৪.৪৮	১৫%
২০১১-১২	২০.৬৩	-	২০.৬৩	১৫%	২০.৬৩	-	২০.৬৩	১৫%
২০১২-১৩	২৪.৮৭	-	২৪.৮৭	১০%	২৪.৮৭	-	২৪.৮৭	১০%
২০১৩-১৪	৭.৯৭		৭.৯৭	৫%	৭.৯৭		৭.৯৭	৫%
মোট =	**১৪৯.৫৩**	**-**	**১৪৯.৫৩**	**১০০%**	**১৪৯.৫৩**	**-**	**১৪৯.৫৩**	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১। জনবলঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ১০ জন জনবল বাবদ ৪৭.৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৭.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১০ জন জনবলের বিপরীতে ১০ জনই নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২। ভ্রমণ ব্যয়ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ভ্রমন ব্যয় বাবদ ১৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রতি ৯৯.৮৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৩। মূলধন ব্যয়ঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে মুলধন ব্যয় বাবদ ৪১.৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪১.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।



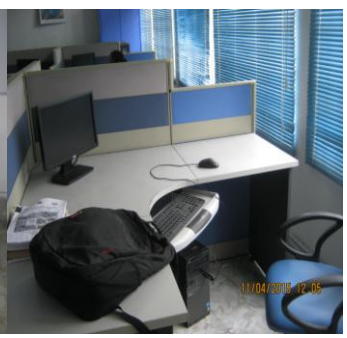



চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল।

৮.২.৪। **পরিবহন ব্যয়ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে পরিবহন ব্যয় বাবদ ০.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৫। **কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিসঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে কন্ট্রাকচুয়্যাল সার্ভিস (Growth chamber & growth room maintenance বাবদ ব্যয়) বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.০০ ল ক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৬। **সাপ্লাইস এন্ড মেটেরিয়ালসঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে সাপ্লাইস এন্ড মেটারিয়ালস বাবদ ৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।







চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মেটেরিয়ালস।

৮.২.৭। **পরোক্ষ ব্যয়ঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে পরোক্ষ ব্যয় (সেমিনার, ট্রেনিং ও ওয়ার্কসপ বাবদ ব্যয়) বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৯৯ ল ক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ডিপিপি 'র সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে .০১ লক্ষ টাকা অগ্রগতি বেশী ব্যয় হয়েছে যা আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে মিটানো হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮। **নমুনা সংগ্রহঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে নমুনা সংগ্রহ বাবদ ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের চেয়ে .০৩ লক্ষ টাকা অগ্রগতি বেশী ব্যয় হয়েছে যা আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে মিটানো হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯। **বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারহেড খরচ (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও বিল্ডিং ইত্যাদি ব্যবহার বাবদ ব্যয়) বাবদ ৬.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৫০ ল ক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১০। **বিবিধঃ** টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে বিবিধ বাবদ ১৫.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫.৭৫ ল ক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ডিপিপি 'র সংস্থা নকৃত অর্থের চেয়ে .০৫ ল ক্ষ টাকা অগ্রগতি বেশী ব্যয় হয়েছে যা আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে মিটানো হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০.৩১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বন বৃক্ষরাজির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন;	ক) বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বন বৃক্ষরাজির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
খ) জলবায়ু পরিবর্তনের (২০৫০-২১০০ পর্যন্ত) সাথে খাপ খাওয়ানো বন বৃক্ষরাজির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত মানচিত্র প্রণয়ন;	খ) জলবায়ু পরিবর্তনের (২০৫০-২১০০ পর্যন্ত) সাথে খাপ খাওয়ানো বন বৃক্ষরাজির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে;
গ) বাংলাদেশের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বন বৃক্ষরাজির বর্তমান অবস্থা এবং তাদের প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে উঠার (Natural Regeneration) বিষয়টি নিরূপন করা;	গ) বাংলাদেশের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বন বৃক্ষরাজির বর্তমান অবস্থা এবং তাদের প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে উঠার (Natural Regeneration) বিষয়টি নিরূপন সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

ঘ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের ভূ-মন্ডলের বাইরে থেকে আগত (Invaded Naturally) বৃক্ষরাজির চিহ্নিতকরণ ; এবং	ঘ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের ভুমন্ডলের বাইরে থেকে আগত (Invaded Naturally) বৃক্ষরাজির চিহ্নিতকরণে প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে; এবং
ঙ) দেশী-বিদেশী বীজ হতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বীজের উৎস চিহ্নিত করণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।	ঙ) দেশী-বিদেশী বীজ হতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বীজের উৎস চিহ্নিত করণ ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১১। অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ গত ১৫-০৭-২০০৮ তারিখে প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন হয়েছে। অডিট কার্যক্রমে ২টি আপত্তি (প্লটার ও জিআইএস সফটওয়ার ক্রয় ও বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়পূর্বক পরবর্তী বছরগুলোতে সমন্বয়) কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে জানা যায়।

১২। প্রকল্পের প্রভাবঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গবেষণা কর্মকান্ডের জন্য দুটি গবেষণাগার (ল্যাব) (যেমনঃ ১) জি.আই.এস এবং ২) ট্রি প্রপাগেশন ল্যাব) স্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রতি বছর কমপক্ষে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের পড়াশুনা, ব্যবহারিক ও গবেষণা কাজে তা ব্যবহার করতে পারবে। এই দু'টি গবেষণাগার বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান এর সৃজনশীল কর্মকান্ডে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ৭৯ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের গবেষণাকর্ম (থিসিস) প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন। এই গবেষণা কার্যক্রম শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক তরুণ প্রতিভাবান শিক্ষককেও সহায়তা করে চলছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও বিদেশী গবেষকদের ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান সাময়িকী, বই, খবরের কাগজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শিত প্লটের মাধ্যমে পৌছানো হয়েছে। এটি একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প এবং এখানে মোট ১৮ জন চাকুরীরত ছিল (২০০৬-২০১৩)। জি.আই.এস.তথ্য (Geographycal information system) প্রযুক্তির ক্ষেত্রে খুবই সম্ভাবনাময় খাত এবং চারা উত্তোলন (বীজ থেকে গাছ পরিচর্যা) ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মকর্মসংস্থানে অনুপ্রাণিত করেছে। এই গবেষণাগার হতে উপকৃত ও উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীই এখন দেশে ও বিদেশে কর্মরত। এই প্রকল্পের মোট কর্মী সংখ্যার অর্ধেকেই নারী ছিলেন। প্রকল্পটি একটি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব প্রকল্প। বিশেষত: জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর জন্য বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৩। সমস্যাঃ

১৩.১। আইলা ও সিডরের কারণে প্রকল্পের আওতায় গবেষণার কাজ পূর্ব নির্ধারিত সুন্দরবন অঞ্চল থেকে পরিবর্তন করে নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে সম্পন্ন করতে হয়েছে;

১৩.২। অত্র প্রকল্প হতে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয় মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে;

১৩.৩। গত ১৫-০৭-২০০৮ তারিখে প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন হয়েছে। অডিট কার্যক্রমে ২টি আপত্তি (প্লটার ও জিআইএস সফটওয়ার ক্রয় ও বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়পূর্বক পরবর্তী বছরগুলোতে ব্যয় সমন্বয়) কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে জানা যায়; এবং

১৩.৪। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর,২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০১ বছর ০১ মাস পরে (জানুয়ারী,২০১৫-এ)।

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। আইলা ও সিডরসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশের বনাঞ্চলকে রক্ষা করতে হলে বৃহৎ পরিসরে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৪.২। পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন বিভাগকে বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে;

১৪.৩। প্রকল্পের External Audit কার্যক্রমে প্রক্রিয়াধীন ২টি আপত্তির দ্রুত সমাধান করতে হবে;

১৪.৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও নির্মিত দু 'টি গবেষণাগার (ল্যাব) যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের স্বার্থে বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ জনবলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করতে হবে;

১৪.৫। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৪.৬। ১৪.১ হতে ১৪.৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে ০১ মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।